

মোদি-মমতাকে একযোগে বিঁধলেন রাহুল গান্ধী



নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ২৫ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গের ভোটপ্রচারে এসে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রাজ্যে রাজনীতির বড় দুই শক্তি, বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একযোগেভাবে তোপ দেগে তিনি বলেন, দুর্নীতি ও হিংসা নিয়ে নরেন্দ্র মোদি ও মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী বিশেষভাবে আক্রমণ করেন পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে, এবং দুর্নীতি ও রাজ্য সরকারের নীতির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। শনিবার বিকেলে হুগলির শ্রীরামপুরে একটি নির্বাচনী সভায় উপস্থিত হয়ে রাহুল বলেন, ‘কংগ্রেসও বিজেপির মতো দুর্নীতির পথে হটিছে।’ তিনি মোদির প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ‘নরেন্দ্র মোদি হিংসা ছড়াচ্ছে, তেমনি বাংলায় তৃণমূলও একই কাজ করছে।’ তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও একযোগে কটাক্ষ করে বলেন, ‘দুর্নীতি মোদি করছেন, তেমনিই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকেও ঘটছে।’ রাহুলের এই মন্তব্য বিজেপি-তৃণমূল দুই দলের কাছেই তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। রাহুল আরও বলেন, ‘বিজেপিও তৃণমূলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বিজেপি যদি দুর্নীতি করে, তবে তৃণমূলও তেমনটিই করছে।’ এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন। রাহুলের ভাষায়, ‘দুই দলের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল, বিজেপি দেশের অন্য রাজ্যগুলিতে দুর্নীতি করছে, আর তৃণমূল কংগ্রেস শুধু পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি করছে।’ তিনি উল্লেখ করেন, তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং অপরাধের অভিযোগ আগেও উঠেছে, কিন্তু কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এরপর রাহুল গান্ধী তার নিজের ব্যাপারে কথা বলেন। তিনি উল্লেখ করেন, ‘আমি জামিনে আছি, আমার বিরুদ্ধে ৩৬টি মামলা চলছে, আমার সংসদ সদস্যপদও কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বিহার, বাড়গুড়, মহারাষ্ট্রে গেলে আমাকে ১০-১৫ দিন অন্তর আদালতে হাজিরা দিতে হয়। ৫৫ ঘণ্টা ধরে আমাকে জেমা করা হয়েছে।’ এরপর তিনি সুর চড়িয়ে প্রশ্ন করেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কি কোনো মামলা হয়েছে? মোদি কি তাকে ৫৫ ঘণ্টা ধরে জেমা করছেন? কেন মমতাকে এরকম কোনো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়নি?’ তিনি আরও বলেন, ‘কংগ্রেস সরাসরি বিজেপির সঙ্গে লড়াই করে না। কংগ্রেসই প্রকৃত নীতির ভিত্তিতে লড়াই করছে, এবং সংঘের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।’ রাহুল গান্ধী আরও একটি বড় অভিযোগ তোলেন। তিনি রাজ্যের চিটফান্ড কেলেঙ্কারি নিয়ে কথা বলেন এবং সারাদা ও রোজগাট্টি চিটফান্ড কেলেঙ্কারির দিকে আঙুল তুলেন। ‘দুই চিটফান্ড কেলেঙ্কারি নিয়ে আমরা জানি যে, অনেক মানুষের টাকা লুট হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুই করেননি।’ তিনি আরো দাবি করেন যে, রাজ্য সরকার এই চিটফান্ড কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি এবং সেগুলি বন্ধ করা হয়নি। শিল্পক্ষেত্রের অবস্থা নিয়েও তিনি রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। ‘বাংলা ছিল শিল্পের হাব, কল-কারখানার কেন্দ্র। কিন্তু এখন রাজ্য পিছিয়ে পড়েছে। কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, গম্ভীর পাড়ের শিল্পাঞ্চল ধুঁকছে।’ রাহুল বলেন, ‘বহরগুলাতে রাজ্যের শিল্পনীতি একেবারে বার্থ হয়েছে, আর সেকারণেই বাংলায় শিল্পে বিনিয়োগের অভাব হয়েছে।’ তিনি দাবি করেন, বাংলায় বেকারত্ব বেড়েছে এবং রাজ্যের যুবকরা ভালো কাজের জন্য বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এই বক্তব্যের মাধ্যমে রাহুল গান্ধী শুধু তৃণমূল কংগ্রেসকেই আক্রমণ করেননি, তিনি রাজ্য সরকারের নীতি এবং সামগ্রিক অবস্থা নিয়ে কঠোর সমালোচনা করেছেন। বিশেষত, যুবকদের কর্মসংস্থান এবং শিল্পের অবস্থা নিয়ে তার আক্রমণ রাজ্য সরকারের প্রতি এক ধরনের চাপ সৃষ্টি করেছে। রাহুল গান্ধীর এই বক্তব্য পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করেছে। কংগ্রেসের এই তীব্র আক্রমণ তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। সোনিয়ার পুত্রের এই বক্তব্যের পর, রাজ্যের রাজনীতি কীভাবে নতুন মোড় নেবে, তা এখন দেখার বিষয়। এদিকে, রাহুলের কথার পরে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির পক্ষ থেকেও পালাটা আক্রমণ শুরু হয়েছে। তবে রাহুলের বক্তব্যে রাজ্যের জনগণের মধ্যে এই নির্বাচনী পর্বে নতুন করে আলোচনার সূচনা হয়েছে, এবং তা রাজ্যের রাজনৈতিক দৃশ্যপটকে আরও উত্তপ্ত করেছে।

আরবিআইয়ের পদক্ষেপকে স্বাগত ক্যাটের, ডাটা নিরাপত্তা তদন্তের দাবি



নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিল(হি. স.)ঃ কনফাডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স (কাট) রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক পেটিএম পেসেন্টস স ব্যাংকের লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে সংগঠনের মতে, এটি জনস্বার্থে নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ও দৃঢ় পদক্ষেপ। শনিবার ক্যাটের

জাতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ প্রবীণ খান্ডেলওয়াল এক বিবৃতিতে বলেন, এই সিদ্ধান্ত বারবার নিয়ন্ত্রক পরিষদ লঙ্ঘন, ব্যবস্থানার ব্যর্থতা এবং আরবিআইয়ের নির্দেশ অমান্যের গুরুত্বকে তুলে ধরে। ২০২৪ সালেও ব্যাংকটির উপর বড় ধরনের বিধিনিষেধ জারি হয়েছিল, কিন্তু সংশোধনের সুযোগ পেয়েও প্রতিষ্ঠানটি প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে বার্থ হয়েছিল। তিনি আমানতকারীদের স্বার্থে আরবিআইয়ের আশ্বাসের প্রশংসা করে জানান, গ্রাহকদের অর্থ সুরক্ষিত রয়েছে এবং নিয়ম মেনেই তা ফেরত দেওয়া হবে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দোকানদার, হকার এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য এই আশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা ডিজিটাল লেনদেনে ব্যাপকভাবে পেটিএম ব্যবহার করতেন। কাট জানিয়েছে, এই ধরনের নিয়ন্ত্রক পদক্ষেপে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কিছুটা অসুবিধা হতে পারে। তাই লেনদেন স্বাভাবিক রাখতে মসৃণ ট্রানজিশন ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। ক্যাটের জাতীয় সভাপতি বিসি ভারতিয়া পেটিএম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সংগৃহীত বিপুল আর্থিক ও গ্রাহক ডেটার ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ নিয়ে বিস্তৃত তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। বিশেষ করে বৈদেশি বিনিয়োগ, বিশেষত চীনের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলির অংশীদারিত্বের প্রেক্ষিতে ডাটা নিরাপত্তা ও ডাটা সার্বভৌমত্বের বিষয়টি খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন তিনি। ক্যাটের মতে, ডিজিটাল পেসেন্ট আধুনিক ব্যবসার মেরুদণ্ড এবং ফিনটেক প্ল্যাটফর্মের প্রতি জনবিশ্বাস বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। আরবিআইয়ের এই পদক্ষেপ স্পষ্ট বার্তা দেয় যে, নিয়ম ভঙ্গ করে গ্রাহকের স্বার্থ উপেক্ষা করলে কোনও প্রতিষ্ঠানই রেহাই পাবে না।

তীব্র ক্ষোভ তৃণমূল নেত্রীর বিজেপি মাইক বাজিয়ে ডিস্টার্ব করছেঃ মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভবানীপুর, ২৫ এপ্রিলঃ বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফা প্রচারের আগে নিজের ‘ভবানীপুরে জনসংযোগে বেরিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে ঘরোয়া বৈঠক, জনসভা, পথসভা করে ভোটারদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে তিনি একাধিক জনসভা করেছেন। শনিবার, ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়া এলাকায় স্বামী নারায়ণ মন্দিরের কাছে অনুষ্ঠিত একটি জনসভা ছিল তৃণমূল নেত্রীর। তবে বিজেপির মাইক ব্যবহার করে সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করা হয় এবং সভাটি পণ্ড হয়ে যায়। বিজেপির মাইক বাজানোর কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতায় বাধা সৃষ্টি হয়, যা নিয়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হন। মাইক বাজানোর আওয়াজের কারণে সভা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল

নেত্রী মঞ্চ থেকে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, বিজেপি মাইক বাজিয়ে ডিস্টার্ব করছে। এভাবে মিটিং করা সম্ভব নয়। আমি ক্ষমা চাইছি, তবে এর প্রতিবাদে আপনারা আমাকে ভোট দেন। এই মন্তব্যের পর তিনি সভা ছেড়ে চলে যান। এদিনের সভার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুরে প্রচারের মাধ্যমে মমতা তার ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন, তবে বিজেপি তার প্রচারে নানা বাধা সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম থেকে ভোটে লড়লেও, বর্তমানে ভবানীপুরে রয়েছে এবং

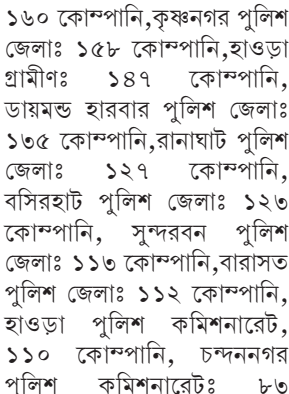


প্রায় প্রতিদিন সেখানে জনসভা ও রোড শো করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় শুধু ক্ষোভ প্রকাশ করেননি, তিনি আরও বলেন, আমি সব অফিশিয়াল পারমিশন নিয়েছি, তার পরেও এই মনোভাব? ওরা যদি আমার কেন্দ্রে এই কাজ করতে পারে, তাহলে আমরা কেমন রাজনীতি করছি? এর আগেও তৃণমূল নেত্রীর নির্বাচনী প্রচারে নানা বাধার অভিযোগ উঠেছে। এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অবহেলা। অন্যদিকে, তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে এবং তারা স্বাধীনভাবে নির্বাচনী প্রচার করতে দিতে চাচ্ছে না। এবারের ভোটের শেষ দফার আগে ভবানীপুর কেন্দ্রের রাজনৈতিক আভির্না আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, এবং মমতার অভিযোগের কারণে আগামী দিনগুলিতে নির্বাচনী প্রচারে আরও উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে।

দ্বিতীয় দফায় নির্বাচনে কলকাতায় নামানো হবে সর্বাধিক কেন্দ্রীয় বাহিনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২৫ এপ্রিলঃ আগামী বুধবার, রাজ্যে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই দফায় মোট ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ হবে। আবধা ও শান্তিপূর্ণ ভোট আয়োজনের জন্য নির্বাচন কমিশন বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভোটগ্রহণের নিরাপত্তা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এবং মোট ২ হাজার ২৬১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে মোতায়েন করা হবে। এবারের নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি বাহিনী কলকাতা শহরে মোতায়েন করা হয়েছে, আর সবচেয়ে কম বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট। নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে ১৪২ জন জেনারেল অবজার্ভার ও ৯৫ জন পুলিশ অবজার্ভার নিয়োগ করেছে। নির্বাচনের নিরাপত্তা নিয়ে নির্বাচন কমিশন এবার বিশেষভাবে সতর্ক। প্রথম দফার ভোট বৈশ শান্তিপূর্ণ ভাবে অনুষ্ঠিত হলেও, দ্বিতীয় দফায় আরও সজাগ থাকতে হচ্ছে। কমিশন এরই মধ্যে ভোটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে, যাতে কোনো রকম অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা না হয়। এখানে দেখুন কোথায় কত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা

হচ্ছেঃ কলকাতাঃ ২৭৩ কোম্পানি,পূর্ব বর্ধমানঃ ২৬০ কোম্পানি,হুগলি গ্রামীণঃ ২৬৪ কোম্পানি, বারুইপুর পুলিশ জেলাঃ ১৬১ কোম্পানি বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটঃ



১৬০ কোম্পানি,কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলাঃ ১৫৮ কোম্পানি,হাওড়া গ্রামীণঃ ১৪৭ কোম্পানি, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলাঃ ১৩৫ কোম্পানি,রানাঘাট পুলিশ জেলাঃ ১২৭ কোম্পানি, বসিরহাট পুলিশ জেলাঃ ১২৩ কোম্পানি, সুন্দরন পুলিশ জেলাঃ ১১৩ কোম্পানি,বারাসত পুলিশ জেলাঃ ১১২ কোম্পানি, হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট, ১১০ কোম্পানি, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটঃ ৮৬ কোম্পানি,বনগাঁ পুলিশ জেলাঃ ৬২ কোম্পানি,বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটঃ ৫০ কোম্পানি,আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটঃ ১৩

কোম্পানি। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দ্বিতীয় দফার ভোট পরিচালনা করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও কঠোর করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েনের পাশাপাশি, নির্বাচনী প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ অবজার্ভারও নিয়োগ করা হয়েছে। প্রথম দফার ভোট সাধারণত শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হলেও, নির্বাচন কমিশন দ্বিতীয় দফার ভোট নিয়ে বিশেষ সতর্ক। কমিশন জানিয়েছে, কোনো প্রকার অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা যাতে না হয়, সে জন্য এবার বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। নির্বাচনের প্রথম দফার কার্যক্রমের প্রশংসা করেছে, এবং তারা আশা করছেন যে দ্বিতীয় দফাতেও শান্তিপূর্ণ ভোট হবে। এই দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে প্রায় ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে, যেখানে প্রায় ৮ কোটি ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। ভোটের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং জনগণের আস্থা অর্জন করাই এবার নির্বাচন কমিশনের বড় চ্যালেঞ্জ। রাজ্যের নির্বাচন কমিশন আশা করছে যে দ্বিতীয় দফার ভোটও প্রথম দফার মতো শান্তিপূর্ণ হবে, এবং কোনো রকম অশান্তির ঘটনা ঘটবে না।

‘বাংলা’ কাটমানি-সিভিকিটরাজ থেকে মুক্তি চাইছে’ : যোগী আদিত্যনাথ

পূর্ব বর্ধমান, ২৫ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় নির্বাচনী সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শালানলে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে দুর্নীতি, সিভিকিটরাজ এবং কাটমানি সংস্কৃতি নিয়ে কড়া অভিযোগ। একইসঙ্গে পাণ্ডা জবাব দেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ ও অভিনেত্রী জুন মালিয়া, যিনি দাবি করেন, যত আক্রমণই আসুক না কেন, বাংলার মানুষ ভোট দেবেন তৃণমূলকেই। কাটোয়ার সভা থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, বাংলার মানুষ আজ কাটমানি ও সিভিকিটরাজ থেকে মুক্তি চাইছে। এই রাজ্যে দুর্নীতি ও তোষণের রাজনীতি চলছে। তাঁর দাবি, দেশের অন্যান্য অংশ যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিকশিত ভারত-এর পথে এগিয়ে চলেছে,

তখন পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়ছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্নীতির কারণে। তিনি আরও বলেন, রাজ্যে রামনবমীর মিছিলকে ঘিরে বাধা দেওয়া হয় এবং যারা হিংসা ছড়ায়, তাদেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশের উদাহরণ তেনে যোগী দাবি করেন, আমার রাজ্যে এখন কার্ফু নেই, হিংসা নেই। শুধু উন্নয়ন আর উসবের পরিবেশ। কারণ আমরা অপরাধীদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছি। রাজ্যের শাসক দলকে সরাসরি নিশানা করে তিনি অনিধির সুবিধা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে রাজা সরকার। তাঁর কথায়, এই ভোট শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয়, এটা বাংলাকে বাঁচানোর লড়াই। যোগীর এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। যোগীর

লোকসভা কেন্দ্রে উন্নয়নের জোয়ার এনেছি, বালিও এর ব্যতিক্রম হবেনা : অভিষেক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বালি, ২৫ এপ্রিলঃ যেভাবে আমার লোকসভা কেন্দ্রের উন্নয়ন করছি, যেভাবে সমসার সমাধান করছি, বালিও এর ব্যতিক্রম হবেনা। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। নির্বাচনী সভায় মন্তব্য অভিযোজের। ৬ মাসের মধ্যে বালি পৌরসভার ভোট করানোরও প্রতিশ্রুতি। হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে বালি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কৈলাশ মিশ্রের সমর্থনে শনিবার বিকেলে বালি এসি মাঠে এক জনসভায় ওই মন্তব্য করেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বালির এই মাঠে সভা মানেই বালি কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের জয় অনিবার্য। বালিতে নিকাশির সমস্যা রয়েছে সেটা পরিবেশকে প্রভাবিত করছে। মমতার বিরুদ্ধেও বিজেপি নেতারা নানা আক্রমণ শানাচ্ছেন, যার মধ্যে রয়েছে তার নেতৃত্বে রাজ্যে দুর্নীতি এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অবহেলা। অন্যদিকে, তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে এবং তারা স্বাধীনভাবে নির্বাচনী প্রচার করতে দিতে চাচ্ছে না। এবারের ভোটের শেষ দফার আগে ভবানীপুর কেন্দ্রের রাজনৈতিক আভির্না আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, এবং মমতার অভিযোগের কারণে আগামী দিনগুলিতে নির্বাচনী প্রচারে আরও উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে।

তাহলে আমি ভোট চাইতে বালিতে আসব না। বিধানসভা ভোটের ছয় মাসের মধ্যে বালি পুরসভার নির্বাচন হবে। বালিতে কৈলাশকে বিপুলভাবে জয়ী করুন বালির রাশ আমার হাতে থাকবে। যারা বাঙালিদের অপমানিত করেছে, মনীষীদের অপমানিত করেছে, বাংলার মানুষ তাদের এবার উপযুক্ত জবাব দেবে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অভিষেক বলেন, শুধু ভোটের সময় এখানে এলে হবে না সারা বছর আসতে হবে। শুধু ভোটের সময় এসে ঝাল মুড়ি খেলে হবেনা। বাংলায় ১ কোটি ১২ লক্ষ কর্মসংস্থান এমএসএমই’র ক্ষেত্রে তৃণমূল সরকার তৈরি করেছে। যদি আমি মিথ্যা কথা বলে থাকি মামলা করে আমাকে জেলে ঢোকান। এটা আমার পাড়া, আমার মাটি। আর তুমি গুজরাট থেকে এসে আমাকে ধমকাবে চমকাবে? এসআইআর এর লাইনে দাঁড় করিয়ে যেভাবে মানুষকে হয়রানি করা হয়েছে, নোটবন্দির নাম করে যেভাবে লাইনে দাঁড় করিয়ে মানুষকে হয়রানি করা হয়েছে আগামী ২৯ তারিখ আমাদের ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েই এর যোগ্য জবাব দিতে হবে। যেদিন মানুষ লাইনে সেদিন ওদের দণ্ড অহংকার চূর্ণ হবে পাঁচ মিনিটও সময় লাগবে না। মানুষের ক্ষমতার কাছে কারও ক্ষমতা টেকে না। অভিষেক আরও বলেন, চার তারিখ ভোট বাজ খুলবে আর পদ্মফুল সব সরষে ফুল দেখবে। ওরা সব ভোকাটা হবে। কৈলাশকে ২৫,০০০ এর বেশি ভোট দেওয়া হবে। আগে যা ছিল বাম এখন হচ্ছে রাম। নতুন বাতলে পুরনো মদ। প্রথম দফায় ভোটে সেক্সুরি পার হয়েছে। দ্বিতীয় দফায় ডবল সেক্সুরিও পার করতে হবে। যারা মা দুর্গার বংশপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলে, ধর্ম নিয়ে তাদের রাজনীতি করার কোনও অধিকার নেই। এদিন শতাংশ কাজও যদি করে থাকে



যুবসান্থী সহ বিভিন্ন প্রকল্পে বালির রিপোর্ট কার্ড তুলে ধরেন অভিষেক। তিনি বলেন, যদি ১৬টা বিজেপিশাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যেক বাড়িতে মায়েদের জন্য লক্ষ্মীর ভাস্কর্যের দোহাতে পারেন তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। বিজেপির গ্যারান্টি মানে নো ওয়ারেন্ট। ওরা বাংলা কথা বলতে পারেনা, বাংলা লিখতে পারেনা, বাংলা পড়তে পারেনা। জ্ঞানেশ কুমারকে চ্যালেঞ্জ করছি, যে ৯০ লক্ষ মন বাদ গেছে তার মধ্যে ৯ জন বাংলাদেশি রোহিঙ্গা দেখাতে পারবেন না। এর জবাব বাংলা মানুষ দেবে ৪ তারিখ। যদি বাংলার প্রতি কারও এতটুকু আনুগত্য মাটির প্রতি ভালবাসা থাকে তাহলে বিজেপিকে যোগ্য জবাব দিতে হবে। এদের বোলা হরি, হরি বোলা, বাংলা বিরোধীদের খাটে তোল বলে বিদায় দিতে হবে। এদিনের সভায় বালি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কৈলাশ মিশ্র ছাড়াও দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী নন্দিতা চৌধুরী, হাওড়ার সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এর পাশাপাশি এদিন সন্ধ্যায় হাওড়া সদর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে উত্তর হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী গৌতম চৌধুরীর সমর্থনে শনিবার পালকিয়া বাবুডাঙা মোড় থেকে পিলখানা মোড় পর্যন্ত এক ভোড শো’র আয়োজন করা হয়।এতে অংশ নেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

‘ভাইপো ট্যাক্স’ থেকে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে -তীব্র আক্রমণ অমিত শাহের



সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৫ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দক্ষিণবঙ্গে প্রচারাে এসে জোড়া জনসভা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার

পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর এবং হাওড়ার শ্যামপুরে বিজেপির সমর্থনে আয়োজিত সভা থেকে তিনি রাজ্যের শাসকদল ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে একাধিক ইস্যুতে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। জামালপুরের সভায় শাহের ভাষণে সবচেয়ে বেশি উঠে আসে দুর্নীতি ও তথাকথিত ‘ভাপো ট্যাক্স’-এর প্রসঙ্গ। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে ইট, বালি, সিমেন্ট-প্রায় সব নির্মাণ সামগ্রীর উপর সিভিকিটের মাধ্যমে বেআইনি টোল আদায় করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থাকে তিনি সরাসরি ‘ট্যাক্স’ বলে উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে উন্নয়ন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। জামালপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এখনও রেল ট্রসিংয়ে আন্তরপাশ না হওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনা করেন। শাহ দাবি করেন, ৪ মে-র

ভোটের পর বিজেপি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে এবং ৫ মে ফলপ্রকাশের পর রাজ্যে পরিবর্তন নিশ্চিত। তাঁর কথায়, ৫ তারিখে বিজেপি সরকার গড়বে, আর ৬ তারিখের মধ্যে সমস্ত সিভিকিট ও দুকুতীদের বন্দেশপাগরে ফেলে দেওয়া হবে-এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সি এ এ) নিয়েও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, মতুয়া ও নমশূদ্র সমাজের মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে সত্যও কারণ নেই। রাজ্যে বিজেপি সরকার এলে দ্রুত নাগরিকত্ব প্রদান করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে তীব্র চ্যালেঞ্জ করে শাহ অভিযোগ করেন, গত ১৫ বছরে মহিলাদের উপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার হয়েছে। তিনি আরজি কর ও সন্দেহখালির মতো ঘটনায় সুনিশ্চিত করা যায়নি। তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার এলে যে কোনও অপরাধীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং মহিলারা যে কোনও সময় নিরাপদে চলাফেরা করতে পারবেন। একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, প্রতি নির্বাচনের সময় শাসকদলের ‘অশান্তি সৃষ্টি করে।

বক্তব্যের জবাবে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে পাণ্টা আক্রমণ শানিয়েছেন সাংসদ জুন মালিয়া। নদিয়ার কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল বিশ্বাসের সমর্থনে চক দিগনগরে নির্বাচনী জনসভায় তিনি বলেন, এ ধরনের মন্তব্য শুনতে হচ্ছে, যা একেবারেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি আরও বলেন, যোগীজি বলেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন-তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বর্গনাশনা দেব। বাংলার মাটি এই ভাবধারার মাটি। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল, বাইরের রাজ্যের নেতাদের মন্তব্যকে তৃণমূল গুরুত্ব দিতে নারাজ। এসআইআর প্রসঙ্গ টেনে জুন মালিয়া অভিযোগ করেন, বাংলার সাধারণ মানুষকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সময় হয়রানির মুখে পড়তে হয়েছে। তাঁর দাবি, যেভাবে মানুষকে হেনস্থা করা হয়েছে, তার জবাব প্রথম দফার ভোটেই মানুষ দিয়েছে। দ্বিতীয়

দফাতেও মানুষ সঠিক জবাব দেবে। তিনি আরও বলেন, বাংলার মানুষ উন্নয়ন দেখছে, এবং সেই উন্নয়নের ভিত্তিতেই তারা ভোট দেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, রাজ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নেতার প্রচার থাকলেও ভোটের তারিখ শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের পক্ষেই যাবে। কাটোয়ার এই সভাকে ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। একদিকে যোগী আদিত্যনাথের দুর্নীতি ও সিভিকিটরাজ মন্তব্য, অন্যদিকে তৃণমূলের পাণ্টা বাইরের নেতা বনাম বাংলার ভোটার তত্ত্ব-সব মিলিয়ে ভোটের আগে রাজনৈতিক লড়াই আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ ধরনের হাই-ডেভেলপ প্রচার নির্বাচনী আবহাবে আরও মেরুকৃত করছে। তবে শেষ পর্যন্ত ভোটারদের রায়ই নির্ধারণ করবে এই রাজনৈতিক আক্রমণ-পাণ্টা আক্রমণের প্রভাব কতটা কার্যকর হয়।

আগামী বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার ভোট

কলকাতা, ২৫এপ্রিলঃআগামী বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি আসনে নির্বাচনের জন্য ইভিএম ও ভিডিপ্যাট কমিশনিং এর কাজ চলবে বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে। পাশাপাশি ভোটের দিন অপরিহার্য ও নির্বাচনের কাজে যুক্ত কর্মীরা আগামীকাল পর্যন্ত ৪৮ হাজার ১৩৯ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে আজ মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে।

চিত্তবর্জন দাসের প্রমাণের শতবর্ষপূর্তিতে উত্তরবঙ্গে দুটি পৃথক অনুষ্ঠান



কলকাতা, ২৫ এপ্রিল ঃভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নেতা এবং সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনৈতিক গুরু চিত্তবর্জন দাসের প্রমাণের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আগামী ৯ ও ১০ মে উত্তরবঙ্গে দুটি পৃথক অনুষ্ঠানে স্মরণ করা হবে দেশবন্ধুকে। প্রথম অনুষ্ঠানটি হবে দার্জিলিংয়ে যেখানে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। দ্বিতীয়টি হবে শিলিগুড়ি হাসানি চকে।১৯২৫-এর ১৬ জুন দেশবন্ধু প্রয়াত হন দার্জিলিংয়ের ‘দি মল’-এ, ‘স্টেপ অ্যাসাইড’ নামে ভবনে। এর শতবর্ষ স্মরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে ২০২৫-এর ১৬ জুন। বিশিষ্ট কিছু বিচারপতি ও অনেকে আইনজীবী তাতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম। ‘অল বেঙ্গল দেশবন্ধু চিত্তবর্জন দাস ডেথ সেন্টেনারি অবজারভেন্স কমিটি’র কার্যনির্বাহী সভাপতি, বিশিষ্ট আইনজীবী পার্শসারথী সেনগুপ্ত এবং কমিটির সম্পাদক তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারক অনন্ত কুমার বর্ধন অতি সম্প্রতি এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানিয়ে বলেন, এর পর বিভিন্ন জায়গায় নানা সংগঠন দেশবন্ধুর প্রাণের শতবর্ষ স্মরণে শ্রদ্ধা প্রকাশ করছেন। আগামী ৯ মে অনুষ্ঠানটি হবে বেলা ১১টা থেকে ২টো। বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন ওই স্মরণসভায়। ১০ মে-র আয়োজনটি হবে বেলা ১১টায়।। প্রসঙ্গত, আইনজীবী হিসেবে সফল হওয়ার পরেও নিজের সম্পদ অকাতে মানুষের জন্য দান করে ‘আইনজাবী’ হিসেবে সুপরিচিত ছিলেনতিনি। তাঁর মৃত্যুর পর মথুরা গান্ধী গভীর শোক প্রকাশ করেন। ১৮ জুন শিয়ালদহ স্টেশনে তাঁর নশুর দেহ গ্রহণ করে গান্ধীজী কেওড়াতলা মহাশ্মশানে নিয়ে যান।

কলকাতা থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমালোচনা রাহুল গান্ধীর



কলকাতা, ২৫ এপ্রিল ঃ রাজ্যে দ্বিতীয় দফায় ভোটের আগে শনিবার শহিদ দিনের কংগ্রেসের নির্বাচনী জনসভায় আসেন রাহুল গান্ধী। তিনি এ দিন বলেন - ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে কোনওরকম সমঝোতা নয়। আপোস করার প্রত্নই ওঠে না। বিজেপির কড়া সমালোচনা করেন তিনি। এদিন প্রায় ১৫ মিনিট বক্তব্য রাখেন রাহুল গান্ধী। বিজেপির পাশাপাশি এই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসেরও কড়া সমালোচনা করেন তিনি। বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে সারণা-তে ভুক্তভোগীর সংখ্যা প্রায় ১৭ লাখ। সেইসঙ্গে রোজ ডাল্লিতে প্রায় ৩১ লাখ গ্রাহক অর্থ লগ্নি করে সব হারিয়েছেন। অথচ, মৌদী সরকার দিদিকে ধরছে না।

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথাৰ্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাননগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগাা ভারত সরকারের পেশাল ক্রাইম ড্রাফ্রেজ নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

রবিবার সম্প্রচারিত হবে মন কি বাত-এর ১৩৩তম পর্ব, দেশবাসীর উদ্দেশে বার্তা দেবেন নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিলঃদেশের জনপ্রিয় মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন কি বাত-এর ১৩৩তম পর্ব রবিবার, ২৬ এপ্রিল সম্প্রচারিত হতে চলেছে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশ ও বিদেশের মানুষের সঙ্গে তাঁর চিন্তাভাবনা, অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মতামত ভাগ করে নেন। প্রত্যেক মাসের মতো এবারও এই অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা করছেন দেশের অসংখ্য শ্রোতা।রবিবার সকাল ১১টা থেকে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারিত হবে আকাশবাণী এবং দূরদর্শন-এর সমস্ত চ্যানেলে। পাশাপাশি All India Radio News-এর ওয়েবসাইট ও মোবাইল



অ্যাপেও এটি শোনা যাবে। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইট ও ইউটিউব চ্যানেলেও সরাসরি

সম্প্রচার করা হবে এই অনুষ্ঠান।মন কি বাত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষের জীবনের নানা দিক, সমাজের ইতিবাচক উদ্যোগ,

উদ্ভাবনী চিন্তাধারা এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে সামনে তুলে ধরেন। ফলে এই অনুষ্ঠানটি শুধু একটি বেতার সম্প্রচার নয়, বরং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরকারের সরাসরি সংযোগের এক টি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।১৩৩তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেবেন, কোন বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেবেন, তা জানার জন্য দেশজুড়ে আগ্রহ তুঙ্গে। প্রতি মাসের মতো এবারও তাঁর বক্তব্যে দেশের উন্নয়ন, সমাজের পরিবর্তন এবং নাগরিকদের ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দল যদি ঠিকঠাক কাজ করত, তাহলে রাঘবরা চলে যেতেন নাঃআন্না হাজারে



দেওয়া প্রসঙ্গে আন্না হাজারে বলেন, "গণতন্ত্রে কোথায় যেতে হবে এবং কোথায় থাকতে হবে তা ব্যক্তিগত পছন্দ এবং মতামতের বিষয়। যদি তাঁরা চলে গিয়ে থাকেন, তবে তাঁরা নিশ্চয়ই কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন অথবা তাঁদের নিজস্ব কারণ ছিল। যদি দল ঠিকঠাক কাজ করত, তাহলে তাঁরা দল ছাড়তেন না।" আন্না হাজারে আরও বলেন, এক দল ছেড়ে অন্য দলে যোগ দেওয়া ঠিক নয়। আমাদের স্বাধিসিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক দল পরিবর্তন করা ঠিক কাজ নয়। আমাদের সংবিধানের এর উল্লেখ নেই। আমাদের সংবিধানই সর্বোচ্চ। আমাদের দেশ সংবিধানের ভিত্তিতেই চলে উল্লেখ্য, রাঘবের সঙ্গে এএপি-এর যে রাজসভা সাংসদেরা শুক্রবার বিজেপিতে যোগদানের যোগাণা করছেন তাঁরা হলেন- প্রাঃন্তন কেটেকার হরভজন সিং, দলের অন্যতম সম্পাদক সদীপ পাঠক, শিল্পপতি অশোক মিতল, রাজেন্দ্র গুপ্ত, বিক্রম সাহনে এবং স্বাভী মালিওয়ালা

ফের বড় পদক্ষেপ, এবার ডায়মন্ড হারবারে ব্যাপক রদবদল নির্বাচন কমিশনের

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল ঃদ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে বড় পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার থানার আইসি, ফলতারে আইসিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। সাসপেন্ড করা হয়েছে উত্তি থানার গুসিও। পক্ষপাতদুষ্টতার অভিযোগে সাসপেন্ড অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এসডিপিও। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার এসপি-কেও সতর্ক করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।পক্ষপাতদুষ্ট

আচরণ ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থতার জন্য নির্বাচন কমিশন পাঁচজন আধিকারিককে করেছে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সাসপেন্ড হওয়া আধিকারিকরা হলেনঃসন্দীপ গরাই, অতিরিক্ত এসপি, ডায়মন্ড হারবার সজল মণ্ডল, এসডিপিও, ডায়মন্ড হারবার মৌসুম চক্রবর্তী, ইন্সপেক্টর ইনচার্জ, ডায়মন্ড হারবার থানা অজয় বাগ, ইন্সপেক্টর ইনচার্জ, ফলতা থানা এবং শুভেচ্ছা বাগ, অফিসার ইনচার্জ, উত্তি থানা।

ফের সক্রিয় ইডি, রেশন মামলায় কলকাতা-সহ একাধিক স্থানে হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২৫ এপ্রিল ঃফের সক্রিয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শনিবার সকাল থেকে কলকাতা, বর্ধমান ও হাবারী অভিযানে নেমেছে ইডি। উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার একাধিক জায়গায় শনিবার সকাল থেকে তল্লাশি অভিযান চলছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, একাধিক চাল ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়েছে ইডি। সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীও রয়েছে।ইডি সূত্রের খবর, রেশন দুইটি মামলায় কলকাতা, বর্ধমান এবং হাবড়ায় এই অভিযান চালাবে। একাধিক তদ্রূপের সূত্রেই চাল ব্যবসায়ীদের বাড়িতে গিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ভোরে কলকাতার সিজিও কমপ্লেক্স থেকে ইডি-র একাধিক দল রওনা দেয়। সূত্রের খবর, হাবড়ার ব্যবসায়ী সমীর চন্দ্র এবং সাগর সাহার বাড়িতে ইডি গিয়েছে। সেখানে তল্লাশি চলছে

এমন মূল্যবোধ সঞ্চারিত করে যে, প্রথম দিন থেকেই তারা সমাজ ও দেশের প্রতি নিঃস্বার্থভাবে সেবার মনোভাব গড়ে তোলো। বাস্তবে স্বয়ংসেবক একটা জীবনশৈলী। ওয়াল্টার রাসেল মিতের একটি প্রশ্নের জবাবে আরএসএস-এর সরকার্বাহাে বলেন, আমেরিকানদের শুধু আরএসএস সম্পর্কেই নয়, ভারত সম্পর্কেও কিছু ভুল ধারণা রয়েছে। এদেশের জনসংখ্যা, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতির কারণে তারা এখনও ভারতকে নোরাও সাপুড়েদের দেশ বলে মনে করো। তবে, ভারতের চিন্তা ও দর্শন সমগ্র বিশ্বকে এক পরিবার হিসেবে দেখার মহত্ব প্রদান করো। তার মহান সংস্কৃতি ও আদর্শের সঙ্গেই ভারত আধুনিকতা ও উন্নয়নের পথে যাত্রা শুরু করেছে। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। চারদে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, ভারতের সমৃদ্ধি, তার সংখ্যালঘুদের সমৃদ্ধি, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক, কিংবা বিশ্বমঞ্চে ভারতের ভূমিকা- যে বিষয়েই হোক, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, নিরন্তর মতবিনিময় এবং জনগণের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যমেই সমস্ত ভুল ধারণা দূর হবে, সমস্যা সমাধান হবে এবং সম্ভ্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবসে প্রাণঘাতী এই রোগ নির্মূলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান নাড্ডার

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৫ এপ্রিল ঃবিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবসে প্রাণঘাতী এই রোগ নির্মূলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। শনিবার এক্ষ মাধ্যমে নাড্ডা জানান, বিশ্ব ম্যালেরিয়া দিবসে, আসুন আমরা এই প্রাণঘাতী রোগের বিরুদ্ধে সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে এবং লড়াইকে আরও জোরদার করতে একত্রিত হই। ম্যালেরিয়া এখনও বহু মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে চলেছে, কিন্তু সময়মতো পদক্ষেপ নিলে এটি প্রতিরোধযোগ্য এবং এর চিকিৎসাও সম্ভব। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, সঠিক সুরক্ষা এবং দ্রুত রোগ নির্ণয় একত্রে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। সবার জোড়ালে অংশগ্রহণ এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা ম্যালেরিয়ামুক্ত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে পারি এবং সকলের জন্য উন্নত স্বাস্থ্য নিশ্চিত



করতে পারি।উল্লেখ্য, নানা সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্বজুড়ে শনিবার ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ দিবস পালিত হচ্ছে। ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল করার লক্ষ্যে এই উপলক্ষে নানা সচেতনতামূলক প্রচার কর্মসূচি ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ছ)-এর উদ্যোগে ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যু ঠেকাতে এই রোগ প্রতিরোধ ও নির্মূল করার প্রয়াসকে সামনে রেখে বিশ্বজুড়ে নানা সচেতনতা মূলক কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানসিক শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃউপরাষ্ট্রপতি



জয়পুর, ২৫ এপ্রিলঃ উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন জোর দিয়ে বলেছেন, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানসিক শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শনিবার জয়পুরে রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য বিশেষ করে যুগ্মকদের নেশাজাতীয় দ্রব্য এবং তামাক থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য উপরাষ্ট্রপতি ব্যাপক জনসচেতনতামূলক প্রচারের আহ্বান জানান।তিনি উল্লেখ করেন, যদিও কেমোথেরাপি এখনও একটি কঠিন চিকিৎসা, তবে ট্যাবলেট-ভিত্তিক থেরাপির প্রচলনের মতো সাম্প্রতিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি একটি উসাহযজ্ঞক পদক্ষেপ। উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি প্রতি বছর ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই উদ্যোগের অধীনে এখন ক্যান্সারের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা পাওয়া যাচ্ছে।

হাওড়া স্টেশনঃশুধু গন্তব্য নয়, পূর্ব ভারতের হৃদস্পন্দন

হাওড়া, ২৫ এপ্রিল ঃ শুধু ইট সিমেন্টের পরিকাঠামো নয়, বরং প্রতিদিনের যাতায়াতের আগে, ক্লান্তি আর আশার গল্প- সব মিলিয়ে নতুন করে গড়ে উঠছে হাওড়া স্টেশন। গত এক দশকে ধারাবাহিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ফলে পূর্ব ভারতের এই প্রবেশদ্বার যেন এক নতুন পরিচয় আত্মপ্রকাশ করছে।রেল সূত্রে খবর, স্টেশনের একাধিক প্ল্যাটফর্ম-এর আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। বিশেষ করে ১৪ ও ১৫ নম্বর প্ল্যাটফর্ম-এ এখন ২২ থেকে ২৪ কোচের দূরপাল্লার ট্রেন দাঁাতে পারে। ফলে যাত্রীদের ভিড় সামালানো যেমন সহজ হচ্ছে, তেমনই ট্রেন চলাচলেও আসছে গতি। নতুন করে তৈরি হয়েছে ২৪ নম্বর প্ল্যাটফর্ম, এর পাশাপাশি ১৬ নম্বর প্ল্যাটফর্মও যুক্ত হয়েছে পরিষেবা। আরও কয়েকটি প্ল্যাটফর্মের সম্প্রসারণের কাজ চলছে বলে জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ।শুধু প্ল্যাটফর্ম নয়, স্টেশনের ভেতরের ব্যবস্থাপনাতেও এসেছে পরিবর্তন। ইয়ার্ড রিমভেলিংয়ের মাধ্যমে একাধিক লাইনে এক সঙ্গে আধুনিক এলএইচবি কোচের ট্রেন চালানোর উপযোগী করা হচ্ছে পরিকাঠামো। যাত্রী সুবিধার কথা মাথায় রেখে পুরনো ও নতুন কমপ্লেক্সে চালু হয়েছে দুটি এক্সিকিউটিভ লাইঞ্জ। পাশাপাশি প্রবীণ ও বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের জন্য আবার ক্লাস



ওয়েটিং হলে বসানো হয়েছে নতুন লিন্কেট।স্টেশন চত্বরে উন্নয়নের প্রভাব পড়েছে শহরের বৃহত্তর পরিবহণ ব্যবস্থাতেও। ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো করিডোর চালু হওয়ার ফলে হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক পর্যন্ত যাতায়াত অনেকটাই সহজ হয়েছে। নদীর তলা দিয়ে মেট্রো চলাচল শহরের যানজট কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।এছাড়াও, বন্দে ভারত ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তৈরি হয়েছে বিশেষ শেড। স্টেশনের বাইরের সংযোগ্য ব্যবস্থাও উন্নত করতে নতুন সেতু নির্মাণের কাজ চলছে, যা ভবিষ্যতে যান চলাচল আরও স্বচ্ছন্দ্য করবে।পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাখির কথায়, - প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের কেন্দ্রে রয়েছেন যাত্রীরা। তাঁদের স্বচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য।সব মিলিয়ে, ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে হাওড়া স্টেশন এখন শুধু একটি রেলস্টেশন নয়-এটি হচ্ছে উঠছে মানুষের যাত্রাপথের এক নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।

উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস আইএমডি-র



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৫ এপ্রিল ঃ উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে আগামী ৩-৪ দিন তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আগামী ৩-৪ দিন উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতের সমতলভূমিতে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। আইএমডি-র পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়েছে।বিগত কয়েকদিন ধরেই গরমে নাজেহাল অবস্থা দিল্লি, হরিয়ানা, চত্তীসগড়, পশ্চিম রাজস্থান ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশে। এমতাবস্থায় আইএমডি জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিন এমনই গরম বজায় থাকবে। কেরাল, তামিলনাড়ু এবং ওশিতেও তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে, দেশের বিভিন্ন রাজ্য খনন গরমে নাজেহাল, এমতাবস্থায় আইএমডি জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ২৬-২৭ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টি ও দনকা হাওয়া বইতে পারে।

রাশিফল

মেঘঃআজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন নতুন আইডিয়া আর এনার্জিতে ভরা থাকবে। শুভদিন বৃষঃ শারিরিক সুস্থতা এবং ওজন কমানোর কর্মসূচী আপনাকে আরো ভালো আকারে আনতে সাহায্য করবে। সন্তান হতে পারে আজ।

মিথুনঃ আজকের দিনটা খুবই ইতিবাচক দেখাচ্ছে। এটা আপনার জন্য সামাজিক যোগাযোগ এবং নতুন সম্পর্ক গড়ার সময়।শুভদিন কর্কট রাশিঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সহজাত বোধ আপনাদের প্রেমের জীবনে কিছু ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে। সিংহঃ আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক লালন করার জন্য আপনাকে মেজাজ ঠান্ডা রাখতে হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে। কন্যাঃকোনও সামাজিক জমায়েত আপনার সন্ধ্যাকে অপরিসীম খুশি ও আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে।

তুলাঃ সম্পর্কের প্রতি আপনার যে অঙ্গীকারের কারণে আপনি সেই বিশেষ ব্যক্তির কাছে হুম্য উজা। করে দিতে চাইবেন। শুভ দিন হবে বৃশ্চিকঃআজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনায।ভরা থাকবে। আপনি আপনার ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারবেন, যার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে আপনার কাজে। কর্মস্থলে সহকর্মীদের সঙ্গে মিল রেখে চলা আপনার জন্য লাভজনক হবে। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল দিন, বিশেষ করে মানসিক শক্তির জন্য কিছুক্ষণ মেডিটেশন বা যোগাসন করার চেষ্টা করুন। ব্যক্তিগত জীবনে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সু ওদর সময। ক টািনোর সুযোগ পাবেন। পারম্পরিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে বিশেষ সৈন্যেও পরিকল্পনা করতে পারেন। আর্থিক উন্নতি হবে ধনঃবিভিন্ন জায়গায় আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে সময় কাটাতে ইচ্ছে করবে, কাজেই প্রেম জীবন সচিকভাবে চলছে বলে মনে হবে।

মকরঃ যদি আপনি সাম্প্রতিককালে হতাশ বোধ করে থাকেন-তাহলে আপনার মনে রাখা উচিত যে আজ সঠিক কাজ এবং চিন্তা অত্যধিক সেই প্রয়োজনীয় অব্যাহতি দেবে। কুন্তঃ আজকের দিনটা বিশেষ। আপনার ক্রিয়েটিভিটি আজ চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকবে আর আপনি নতুন আইডিয়া নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিপত্র পাবেন। পুরনো একটি প্রজেক্ট শেষ করার সময় এসে গিয়েছে, যেটা আপনার জন্য শান্তি নিয়ে আসবে। এই মুহূর্তে আপনার রিলেশনশিপে ভাল সময় থাকবে। মীনঃএকটা জায়গার পর নিজের ওপর চাপ দেবেন না এবং ঠিকভাবে প্রশাস নিন। আপনার বাবার কোনও পরামর্শ কর্মক্ষেত্রে উপকারী হতে পারে। ব্যবসায় লাভ হতে পারে আজকে। সন্তান হতে পারে আজকে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে আজকে। বিদেশ যাত্রা শুভদিন।

আবহাওয়া

হাঁসফাঁস গরমেই মনো অবশেষে স্বস্তির পূর্বাভাস কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। কলবৈশাখীর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, হতে পারে বহুদিনের-সহ বৃষ্টিও। তবে গরমের অস্বস্তি জারি থাকবে। কলকাতায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রবিবার থেকে। রবিবার এবং সোমবার বেড়ো হাওয়ার বেগ থাকবে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। বুধবার পর্যন্ত তা চলবে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি এবং বজ্রপাত হতে পারে শহুরে। তার ফলে তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। কিন্তু গরমের অস্বস্তি থাকবে। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৬ ডিগ্রি বেশি।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পুকুলিয়া, বাঁকুড়া। রবিবার দুই বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া এবং বাঁকুড়ায় ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার দুই বর্ধমান, পুকুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে ঝড়বৃষ্টি হতে পারে।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯শত করা এবং সর্বনিম্ন ৫৮শতকরা হতে পারে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার সোমবার ১১টা ৫০মিনিট এবং ১১ রাত ৫৫টা। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয়ঃ সকাল ৫টা ১০মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত্য হবে আজ ৫টা ৫৯মিনিটে হতে পারে।

মালদা মথুরাপুরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে

গিয়ে পুলিশ আক্রান্ত

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ২৫ এপ্রিল : মানিকচক্দের মথুরাপুর চৌরঙ্গী মোড়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ। ঘটনা সম্পর্কে জানা গিয়েছে, শনিবার মথুরাপুর হাটকে ঘিরে ব্যাপক যানজড় সৃষ্টি হয় মথুরাপুর চৌরঙ্গী মোড়ে।সিডিক ভোলেন্টিয়ার থাকলেও নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয় তারা, খ বর পেয়ে মানিকচক থানার পুলিশ অধিকারিক ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি বাইক চালককে দীর্ঘক্ষণ ধরে বলার পরও বাইক না সরানোর তাকে এক খাণ্ডড় মারে ঘারফলে। বাইক থেকে শিশু সহ পরে যায় বাইক চালক তৎৎৗ ক্ষণাৎ ফ্লিপ হয়ে কর্তব্যরত পুলিশের গায়ে হাত দেয় বাইক চালক। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় মথুরাপুর চৌরঙ্গী মোড়ে।পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে বাইক চালক। বাইক চালককে আটক করতে গেলে জোরপূর্বক সেদান থেকে পালিয়ে যায় সপরিবারে বহিক চালক।

ভোটের আগে পরিয়ায়ী শ্রমিকের রহস্যজনক মৃত্যু



দূরস্বভাবা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৫ এপ্রিল : পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত মোয়ালি এলাকায় ভোটের আবহের মধ্যেই চাঞ্চল্যবহর ঘটনায় শোরগোল পড়ে গেল।। পরিযায়ী শ্রমিক শ্যামল মন্ডল, যিনি কয়েকদিন আগেই ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্যে ভিন রাজ্য থেকে বাড়ি ফিরেছিলেন, তাঁর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারকে ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য ও আতঙ্ক। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রায় তিন দিন আগে শ্যামল মন্ডল বাড়ি ফেরেন। পরিবারের সঙ্গে স্বাভাবিক সময় কাতানোর দর শুক্রবার দুপুরের পর তিনি বাড়ি থেকে বের হন। পরিবারের দাবি, তিনি নেশা করতে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেননি। রাতভর খোঁজাখুঁজির পর শনিবার সকালে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরের একটি মাঠে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহের পরিবার বিভিন্ন অংশে পোড়ার দাগ লক্ষ্য করা যায়, যা দেখে পরিবারের দাবি, গরম জল বা কোনো উত্তপ্ত বস্তু দিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। এছাড়াও চোখ ও মুখে আঘাতের চিহ্ন ছিল স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে পরিবারের অভিযোগ, এটি নিকট মৃত্যু নয়, বরং পরিকল্পিত নৃশংস খুন শনিবার পূর্বস্থলী থানায় গিয়ে মৃতের মেরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি জানান, তাঁর বাবার কারণে সঙ্গে প্রচানো শত্রুতা ছিল না। তাহলে কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় পরিবার। তিনি স্পষ্টভাবে দাবি করেছেন, তাঁর বাবাকে খুন করা হয়েছে এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।একই দাবি জানিয়েছেন মৃতের স্ত্রীও। তাঁর কথায়, অত্মার স্বামীর কোনো শত্রু ছিল না। কে বা কারা এই ঘটনা ঘটাল, তা খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে।দ এগিয়ে মৃতের আত্মীয়গণও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। মৃতের ভাইবী প্রশ্ন, ভোটের আগে এলাকায় অবাধে মদের আসর বসছে কিভাবে? এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যেই পূর্বস্থলী থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। কী কারণে এই মৃত্যু, এর পেছনে কারা জড়িত,সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

ইংরেজবাজার পুরসভায় আধুনিক জন পরীক্ষার ল্যাবের উদ্বোধন

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ২৫ এপ্রিল : শনিবার দুপুরে একটি আধুনিক জল পরীক্ষার ল্যাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হল। ইংরেজবাজার পুরসভার উদ্যোগে ল্যাবের উদ্বোধন। ইংরেজবাজার থানা সংলগ্ন জলকল বিল্ডিংয়ে নারকেল ফাটিয়ে ও কিতে কেটে ল্যাবটির সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, কাউন্সিলর শুভ্রায় বসু, প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ লেদার কেমিস্ট ও অন্যান্য আধিকারিক। পুরসভার পক্ষ থেকে এই উদ্যোগকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার শহরের বিভিন্ন এলাকায় থাকা প্রায় শতাধিক জলাধারের জল নিয়মিতভাবে এই ল্যাবে পরীক্ষা করা হবে। বিশেষভাবে ব্যাকস্কেল ও অন্যান্য দূষণ নির্ণয় করে জলের গুণমান যাচাই করা হবে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষও স্বাস্থ খরচ নিজেদের বাধার কারণে জল বা অন্যান্য জল এখানে পরীক্ষা করতে পারবেন। এতে শহরের পানীয় জলের মান নিয়ন্ত্রণে বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন চেয়ারম্যান।

ভোটের ডিউটিতে বাস-পুলকার, ৪ঠা মে পর্যন্ত অনলাইন ক্লাসের পদক্ষেপ শহরের স্কুলগুলির

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : ভোটের মরশুমে প্রশাসনিক কাজে যানবাহন তুলে নেওয়ার জেরে চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে পড়ুয়া থেকে নিত্যযাত্রী সকলকে। ইতিমধ্যেই পুলকার বন্ধ এবং রাস্তায় সরকারি-বেসরকারি বাসের তাঁর সংকট পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। এর সুরাসরি প্রভাব পড়েছে স্কুল পড়ুয়াদের উপর। সকালে সময়মতো স্কুলে পৌঁছাতে গিয়ে কার্যত কালযাম ছুটতে তাদের। বহু ছাত্রছাত্রী দেরিতে স্কুলে পৌঁছেছে বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে আশঙ্কা করে শহরের অধিকাংশ স্কুল সোমবার থেকে অনলাইন ক্লাস চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভোটের ফলাফল ঘোষণার দিন, অর্থাৎ ৪ মে পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই বহাল থাকবে বলে খবর। পুলকার সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচন সংক্রান্ত কাজে সোমবার থেকেই সমস্ত পুলকার বন্ধ রাখা হবে। ফলে পড়ুয়াদের যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যা তৈরি হবে। এই পরিস্থিতি মাথায় রেখে শহরের বেশ কিছু নামী স্কুল ইতিমধ্যেই অনলাইন ক্লাসের ঘোষণা করেছে। দক্ষিণ কলকাতার একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন সাউথ পয়েন্ট, ডিপিএস, বালিগঞ্জ শিক্ষা সদন, শ্রী শ্রী অ্যাকাডেমি এবং ক্যালকাটা বয়েজ;সবকাটিই জানিয়ে দিয়েছে যে, তারা অন্তত ৪ মে পর্যন্ত অনলাইনে ক্লাস নেবে। অর্থাৎ, ভোটের পুরো সপ্তাহটাই পড়ুয়ার বাড়ি থেকেই পড়াশোনা করবে। শুধু পুলকার নয়, বেসরকারি বাস পরিষেবাতও পড়েছে ব্যাপক প্রভাব। বাসমালিকদের সংগঠন জানাচ্ছে, সোমবার থেকে প্রায় ৮০ শতাংশ বাস নির্বাচন কমিশনের কাজে নিয়ে নেওয়া হবে। ফলে রাস্তায় বাসের সংখ্যা একেবারেই কমে যাবে। এতে শুধু পড়ুয়ারাই নয়, অফিসগামী মানুষজনও চরম সমস্যায় পড়বেন। প্রতিদিনের যাতায়াত কার্যত দুঃসহ হয়ে উঠবে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। বাসমালিকদের দাবি, এই দুর্ভোগ চলবে অন্তত ৫ মে পর্যন্ত। ভোটের ফলাফল প্রকাশের পরদিন থেকেই পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হবে শুক্র করবে। তবে পুরোপুরি স্বাভাবিক হবে ৬ বা ৭ মে পর্যন্ত সময় লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে আগামী কয়েকদিন শহরের পরিবহন ব্যবস্থা

দ্বিতীয় দফার আগে জমজমাট প্রচার, ঠাকুরনগর থেকে উত্তর কলকাতা; মোদির হাইভোল্টেজ কর্মসূচি

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : প্রথম দফার নির্বাচন পর্ব শেষ হতেই দ্বিতীয় দফার ভোটকে ঘিরে বাংলার রাজনৈতিক ময়াদনে চড়েছে উত্তাপ। আগামী বুধবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের মোট ১৪২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে চলছে। তার আগে শেষ মূহূর্তের প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমস্ত রাজনৈতিক দল। বিশেষ করে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব প্রায় প্রতিদিনই রাজ্য সভা ও রোড শো করে প্রচারের ঝাঁজ আরও বাড়িয়ে তুলছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ঘনঘন সফরে রাজনৈতিক আঁধার ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সুত্রের খবর, রবিবার অর্থাৎ আজ রাজ্যজুড়ে একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নির্বাচনের শেষাংয়ে তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন স্পর্শকাতর এবং রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলিকে। সেই উদ্দেশ্যে মতুয়া ভোটব্যবস্কে লক্ষ্য করে বনগার ঠাকুরনগর একটি জনসভা করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে, বাংলার নির্বাচনে মতুয়া ভোট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ভোটের ঠিক আগে এই এলাকাকে বেছে নেওয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। রবিবার বেলা প্রায় ২টো ১৫ মিনিট নাগাদ ঠাকুরনগরে মোদির সভা হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের উদ্দেশে বার্তা দেবেন তিনি। এর পর তিনি স্থগির হরিদ্বারে আর একটি জনসভায় অংশ নেবেন। এই দুই সভার মাধ্যমে দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভোটারদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর দিনের শেষ কক্ষস্থিতি হিসেবে তিনি কলকাতায় একটি রোড শো করবেন বলে জানা গেছে। উত্তর কলকাতার এই রোড শো ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সুত্রের খবর অনুযায়ী, বিকেল প্রায় পাঁচড়ে ৫টা নাগাদ এই রোড শো শুরু হবে। শোভাবাজারের বিকে পাল অ্যান্ডিনিউ থেকে

যাদবপুর ইস্যুতে ভোটের উত্তাপে তীব্র বাকযুদ্ধ, মোদির সুরে সরব দিলীপ, পাল্টা মমতার কড়া জবাব

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ এপ্রিল : বিধানসভা ভোটের আবহে রাজনৈতিক উত্তাপ যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র তরঙ্গ। দেশের অন্যতম ব্যাতনামা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী শিবিরের মধ্যে বাকযুদ্ধ ক্রমশই তীব্র হচ্ছে। শনিবার সকালে ইকো পার্কে দাঁড়িয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্তব্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিষেব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। দিলীপ ঘোষের বক্তব্যে স্পষ্ট আক্রমণের সুর শোনা যায়। তিনি বলেন, ‘যাদবপুর ভালো ছেলেদের পড়ার জায়গা হলেও গুটা এখন দেশবিরোধী কার্যকলাপের আশ্রয়। ওখানে অসভ্য বানানোর ফ্যাক্টরি খোলা হয়েছে। বাবুল সূত্রিয় বা সাক্ষিপালের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে, তা সবাই দেখেছে। আমরা ওখানে রাজ্যপাল স্টুডিও কন্সট্রাকশন, সেটা কোন কেউ ভুলে না যায়।’ তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। এই রাজনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত শুক্রবার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারইপুরে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিযাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ তোলেন। তিনি বলেন, ‘গোটা বিশ্বে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সম্মানের সঙ্গে নেওয়া হত। এই ক্যাম্পাসের ভিত্তিই ছিল জাতীয়তাবাদ। কিন্তু আজকের পরিস্থিতি দেখুন, ক্যাম্পাসের ভিতরে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। দেওয়ালে দেশবিরোধী স্লোগান লেখা হচ্ছে। পড়াশোনার বদলে ছাত্রদের রাস্তায় আন্দোলন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এখানে অরাজকতার বদলে পড়াশোনার পরিষেবা তৈরি করতে চাই। হুমকির দরজক সহমর্মিতা চাই।’ মোদির বক্তব্যে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে সরাসরি নিশানা

আক্রা সন্তোষপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই অর্ধশতাধিক ঝুপড়ি, ব্যাহত বজবজ-শিয়ালদহ রেল চলাচল

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৫ এপ্রিল : আক্রা সন্তোষপুরের ঘোলো বিধা বসতিতে শনিবার দুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মুহূর্তে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল গোটা এলাকা। আগুনের সেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যায় প্রায় ৫০ থেকে ৬০টি ঝুপড়ি। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা। ঘটনায় আতঙ্কে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অগ্নিকাণ্ডের জটায় শুধু বসতিই নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রেল পরিষেবাও। আগুনের তাপে ওভারহেড তার পুড়ে যাওয়ায় দীর্ঘক্ষণ বজবজ-শিয়ালদহ ডিভিশনে ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুর প্রায় ১টা ৪০ মিনিট নাগাদ হঠাৎই বসতির একাংশে আগুনের সূত্রপাত হয়। প্রথমে একটি ঝুপড়িতে আগুন লাগলেও, যজ্ঞি পরিষেব এবং দাহ্য সামগ্রী অধিক্সের কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। একের পর এক ঘর প্রায় করতে থাকে আগুন। আতঙ্কিত বাসিন্দারা দ্রুত ঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে সরে যায়। অনেকে নিজেদের উদ্যোগে আগুন নেভানোর চেষ্টা

মা শুরু করেন, কিন্তু আগুনের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে তা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়নি। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছল। একে একে চারটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে নামে। দমকল কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎব্ব পরায়ণ পরিস্থিতি দীর্ঘক্ষণে নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে এলাকা অত্যন্ত বিজ্বি হওয়ায় আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে বলে জানা গেছে। দমকলের পাশাপাশি



১ মে শ্রমিক দিবসের ছুটি। এই সময় রাস্তায় যানবাহনের অপ্রতুলতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে। সেই কারণেই আগাম সিদ্ধান্ত নিয়ে অনলাইন ক্লাসে ঝুকছে স্কুলগুলি। এতে অসুত পড়াশোনার ক্ষতি কিছুটা হলেও আটকানো যাবে বলে মনে করছেন শিক্ষাবিদরা। পুলকার ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুদীপ দত্ত জানিয়েছেন, ‘সোমবার থেকে সমস্ত পুলকার বন্ধ করবে। বেশিরভাগ স্কুলই আমাদের জানিয়েছে যে ভোটের ফলাফলের পরই তারা পুনরায় অফলাইন ক্লাস শুরু করবে। তার আগে পেরেই অনলাইনকে পড়ানো চলবে।’ অন্যদিকে বাসমালিকদের মধ্যে ক্ষোভও দেখা দিয়েছে। তাদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আগাম অর্থ প্রদান করেনি। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সিটি সার্বার্ন বাস সার্ভিসেসের সাধারণ সম্পাদক টিটু সাহা জানিয়েছেন, কমিশন বলেছিল বাস পাঠানোর আগে ৯০ শতাংশ টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু শুক্রবার পর্যন্ত সেই টাকা মালিকদের অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি। ফলে অনেক বাসমালিকই অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন। যদিও কমিশন সূত্রে খবর, বকেয়া অর্থ সোমবারের মধ্যেই মিটিয়ে দেওয়া হবে। তবুও এই বিলম্ব নিয়ে ক্ষোভ কাটছে না বাসমালিকদের মধ্যে। সব মিলিয়ে ভোটকে কেন্দ্র করে শহরের পরিবহন ব্যবস্থা কার্যত টালমাটাল। আর তার সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে। আগামী কয়েকদিন এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তির সম্ভাবনা কম বলেই মনে করা হচ্ছে।



শহরের একাধিক কেন্দ্রকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় তুলনামূলক কম বাহিনী রাখা হয়েছে। ভোট পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক স্তরের ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। মোট ১৪২টি কেন্দ্রে ভোটারহণ প্রক্রিয়া তদারকির জন্য ১৪২ জন জেনারেল অর্ডারজার্ড নিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য ৯৫ জন পুলিশ অর্ডারজার্ডও দায়িত্বে থাকবেন। নির্বাচন কমিশনের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল শান্তিপূর্ণ এবং নিরপেক্ষভাবে ভোট সম্পন্ন করা। প্রথম দফার ভোটে মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে। বিজয়ি কিছু ঘটনা ছাড়া বড় ধরনের অশান্তির খবর সামনে আসেনি। শাসক ও বিরোধী উভয় পক্ষই নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে। সেই অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে দ্বিতীয় দফাতেও একইভাবে সূচ্যু ভোট আয়োজনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে কমিশন। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় দফার ভোটের রাজনৈতিক লড়াই যেমন তুঙ্গে, তেমনই প্রশাসনিক প্রস্তুতিও জোরকদমে চলছে। রবিবার মোদির ধারাবাহিক কর্মসূচি এই নির্বাচনী লড়াইকে আরও উত্তপ্ত করে তুলবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যাত্রা শুরু করে মিছিল এগোবে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি ধরে এবং শেষ হবে থান্না জনিগেজে। এই রোড শোয়ের মাধ্যমে শহর কলকাতার ভোটারদের কাছে সরাসরি বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। এদিকে নির্বাচন কমিশন দ্বিতীয় দফার ভোটকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে রাজ্যে বিপুল পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। মোট ২হাজার ২৩১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বিভিন্ন এলাকায় দায়িত্বে থাকবে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে কলকাতায়, কারণ

‘বহিরাগত’ ইস্যুতে চাঞ্চল্য, গেস্ট হাউসে পুলিশের অভিযান

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ২৫ এপ্রিল : নির্বাচন ঘনি়ে আসতেই সল্টলেকে বহিরাগতদের উপস্থিতি ঘিরে তৈরি হল তীব্র চাঞ্চল্য। শনিবার সকালে একটি গেস্ট হাউসে ভিনরাজ্যের কয়েকজনের থাকার খবর সামনে আসতেই বিষয়টি রাজনৈতিক রঙ নেয়। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ করে বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে পৌঁছে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে তৃণমূলের কর্মীরা সল্টলেকের একটি গেস্ট হাউসে কিছু অপরচিত লোকের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। এরপর খে ঈজবর নিয়ে জানা যায়, সেখানে মোট আটজন ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা ছড়িশপাড় ও ওড়িশা থেকে এসেছেন। গেস্ট হাউস কর্তৃপক্ষের দাবি, বিজেপির আটজনের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের পরিচয় ও এখানে থাকার কারণ সম্পর্কে বিবরণিত জানতে চাওয়া হয়। দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। বাকি ব্যক্তিদেরও নজরদারিতে রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানুচাপের শুরু হয়েছে। তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসু অভিযোগ করেন, অত্মামরা আগাম খবর রাখছিলাম যে সল্টলেকের বিভিন্ন গেস্ট হাউসে বিজেপি লোক নিয়ে এসে রেসেছে। নির্বাচনের সময় একটা গন্ডগোল বাধাবার চেষ্টা করছে। আমরা চাই বিধাননগরের নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হোক। যাঁরা এখানকার ভোটার নন, তাঁরা যেন এখানে না থাকেন। এটা পুলিশের দায়িত্ব, অবজারভারদের দায়িত্ব, এসডিও-এর দায়িত্ব আছে। এবিষয়ে অফিসিয়ালি চিঠি দিয়েছি।দ যদিও এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে এখনও পর্যন্ত বিজেপির তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। কী কারণে ভোটের ঠিক আগে গেস্ট হাউস ভাড়া করে ভিনরাজ্যের লোকলোকান্তর রাখা হয়েছে, তা জানার চেষ্টা চলছে। উদাত্তর ফলাফলের দিকেই এখন নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।

উলুবেড়িয়া দক্ষিণে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে তৃণমূলে যোগ

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৫ এপ্রিল : দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে রাজনৈতিক সমীকরণে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলল উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রে। তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক ছদ্মায়ন কবীরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টি ইতিমধ্যেই ভাঙনের মুখে পড়েছিল। তার মধ্যেই নতুন করে চাপে পড়ল দলটি, যখন তাঁদের উলুবেড়িয়া দক্ষিণের প্রার্থী শেখ হাবিব ভোটের লড়াই থেকে সরে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন। শনিবার বিদায়ী মন্ত্রী তথা তৃণমূল প্রার্থী পুলক রায়ের হাত ধরে দলীয় পতাকা তুলে নেন তিনি। আগামী ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে রাজ্যের ১৪২টি আসনে ভোটারহণে লড়াই হবে। সেই তালিকায় রয়েছে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রও। তার আগে এই দলবদল রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কবী, এই কেন্দ্রে ছদ্মায়ন কবীরের দলের প্রার্থী হিসেবে শেখ হাবিবের নাম ঘোষণার পর থেকেই এক ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আভাস মিলেছিল। কিন্তু ভোটের ঠিক আগে তাঁর এই সিদ্ধান্তে নির্বাচনী সমীকরণ বদলতে পারে বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। দলবদলের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেখ হাবিব ছদ্মায়ন কবীরের বিরুদ্ধে একাধিক বক্তার অভিযোগ তোলেন। তাঁর দাবি, ‘ছদ্মায়নের পাটিতে আমি গিয়েছিলাম এই ভেবে যে উনি সত্ভাবে মুসলিমদের জন্য কিছু করতে চাইছেন। কিন্তু বাহিরে থেকে দেখে তো কিছু বোঝা যায় না। উলুবেড়িয়া দক্ষিণের প্রার্থী হওয়ার পর ওর সঙ্গে বসলাম, উনি ধান্দাবাদ। উনি বিজেপির সঙ্গে পারোক্ষভাবে যোগাযোগ করেছেন। উনি কারও ভাষণা চান না। ওর সঙ্গে থাকা যায় না। আমার হিসেব হলো, রাজ্যে যে ১৮৮ আসনে প্রার্থী দিচ্ছেন, তাদের মধ্যে ৮০ জনই চলে গিয়েছে।’ অন্যদিকে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার কারণ হিসেবে শেখ হাবিব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারণে প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটেবে সংখ্যালঘুদের জন্য কাজ করেছেন এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বজায় রেখে ছেন, তাতে আমরা ভালো আছি। তাঁর এই কাজের সঙ্গে থাকতে চেয়ে আমি আজ তৃণমূলে যোগ দিলাম। এখানকার তৃণমূল প্রার্থী পুলক রায়ের হয়ে কাজ করব।’ এই দলবদলকে ঘিরে উলুবেড়িয়া দক্ষিণে মুখ্যমন্ত্রীর লড়াই

নির্বাচনের আগেই দলত্যাগ আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থীর



দূরস্বভাবা, মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৫ এপ্রিল : আগামী ২৯শে এপ্রিল রাজ্যে দ্বিতীয় পর্বের বিধানসভা নির্বাচন, নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে শনিবার দুপুরে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী শেখ হাবিব দলত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। উল্লেখ্য শেখ হাবিব আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন এবং বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচার শুরু করেন। হঠাৎ শনিবার দুপুরে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়ের কাছে হাবিব উলুবেড়িয়া কলেজের নিকটে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে দলত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং তার হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী শেখ হাবিব বল ছদ্মায়ন কবির বিজেপির টাকায় বিক্রি হয়েছে এবং মুসলিম সমাজের মানুষের সাথেই বেইমানী করছে আমরা বুঝতে পেরে দলত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলাম এবং সেই সঙ্গে এখন থেকেই উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পুলক রায়ের হয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলাম। এবিষয়ে রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায় বলেন মানুষ উন্নয়ন চায়, মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে মানুষকে ধরে রাখতে পারা যায় না,তাই আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী শেখ হাবিব দলত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন,মা মাটি মানুষের সরকার ১৫বছর ধরে রাজ্যের উন্নয়ন করে চলেছে এবং আগামী নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থ বারের জন্য দ্বী শত আসন নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করবে। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক সৈখ রাহী, হাওড়া গ্রামীন জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ ব্যানার্জি, সেলিম মোহা়া,অজয় মন্ডল, কাউন্সিলর হাদিপুর রহমান রিজবুল ইসলাম (চিতা) প্রমুখ।

বিহার থেকে এসে তেজস্বী যাদব নির্বাচন প্রচারে তোপ দেগে গেলেন



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ এপ্রিল : বিহার থেকে এসে তেজস্বী যাদব নির্বাচনী প্রচারে তোপ দেগে গেলেন জগদল-এর তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সোমনাথ শ্যাম ও ভাটপাড়া বিধানসভার প্রার্থী অমিত গুপ্তার সমর্থন। তিনি জগদলের সাজানো গোজানো মঞ্চ থেকে বলেন,মোদি ও অমিত শাহেরা পুরোপুরি ভাবে রস্ট্রপালিকে ব্যবহার করছেন বাংলার দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে তাই দিদিকে কেউ হারাতে পারবে না। তেজস্বী যাদবের বিশ্বাস,বাংলায় সবসাক্ষীর বিহারী ভাই-বোনেরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই পুরোপুরি মন খুলে সমর্থন করবেন। মমতা দিদি বাংলার জনা বহু কাজ করেছেন, জগদল ও ভাটপাড়া বিধানসভায় নির্বাচনী প্রচারে এসে জগদল-এর পালযাট রোডে পুরানি বাজারে একটি সুসজ্জিত মঞ্চে জগদল বিধানসভার প্রার্থী সোমনাথ শ্যাম ও ভাটপাড়া বিধানসভার প্রার্থী অমিত গুপ্তা এসে সাংসদ পার্শ্ব ভৌমিকের পাশে দাঁড়িয়ে তেজস্বী যাদব সরাসরি বললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে জদ করতই গোটা রস্ট্রপঞ্জি মরিয়া হয়ে উঠেন। শিবাজি, ইনকাম ট্যাক্স,নির্বাচন কমিশন ও আরএসএস সহ কেউ বাকি নেই, সবাইকে লড়িয়ে দিচ্ছেন দিদির বিরুদ্ধে।এতসব প্রতিরোধের বিরুদ্ধেও একাই লড়াই যাচ্ছেন বাংলার দিদি। এই মতকে কবরেন বিহারের আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে। আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে হেরে যাবেন মোদী ও অমিত শাহের। এদিন কাকিনাড়া বাজারের কাছে দাঁড়িয়ে রোড শো থেকে বিহারের লাল তেজস্বী যাদব বললেন এবং আবেদন জানিয়ে বলেন দিদির প্রার্থীদের নির্বাচনে জয়ী করুন। তৃণমূল কংগ্রেসের গোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিন। ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অমিত গুপ্তা ও জগদল বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সোমনাথ শ্যামকে ভোটে জেতান। তাহলেই সমস্ত এলাকায় উন্নয়ন ঘটে যাবে। রোড রোড শো থেকে তিনি পালযাটের সভামঞ্চে এসে বলেই ফেললেন যে, এখানে এসে মনে হচ্ছে এটা মিনি বিহার। খুবই ভালো লাগছে। আমি সমস্ত বিহারী ভাই বোনদের কাছে অনুরোধ করবো, আপনারা যে যেখানে আছেন মমতা দিদির তৃণমূলকে সমর্থন করুন। মোদীজি এখানে এসে অনেক প্রতিশ্রুতি

দেবেন,আবার ভোট মিটলেই সব ভুলে যাবেন। তাই বলছি এখানে সোমনাথ শ্যাম ও অমিত গুপ্তাকে বিপুল ভোটে ভাটা দিয়ে যেতান। মমতা দিদির বক্তৃতা শুকু করুন এবং তৃণমূলকে সমর্থন করুন। মোদীজি এখানে এসে ঝাল মুড়ি খাচ্ছেন, পাঁচ মাস আগে বিহারে উনি ছাত্র খেয়েছিলেন,এখন আর ছাত্র বিক্রেতাদের মনে রাখুন না। ভোটের আগে আসলেন, অনেক প্রতিশ্রুতি দেবেন, আবার ভোট মিটলেই আর বাংলার কথা মনে রাখবেন না। দেখেছেন তো বিহারের নিতিশ কুমারকে সামনে রেখে ভোট করলেন,আর তাকেই সরিয়ে দেওয়া হলো ভোট মিটে যাওয়ার পর।

রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্রাম ও বৃন্দাবনে যাওয়ার পরামর্শ নওশাদ সিদ্দিকির



দূরস্বভাবা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৫ এপ্রিল : প্রথম দফার নির্বাচন হয়ে গেছে,বুধবার শেষ দফার নির্বাচন। বৈশাখের প্রথর তাপকে উৎক্ষেপ করে শেষ পর্যায়ের প্রচারে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে চলেছে প্রার্থী সব ভিআইপিরা। ২০১১ সালে বামেরদের ক্ষমতা চলে যাবার পর থেকে বামেরা এখন বিধানসভায় শূন্য। আর তাই তাদের নিজেদের জমি ফেরাতে এবারে ভরসা করেছে আই এস এফের দল। আর শনিবার সকালে জয়নগর ও কুলতালি বিধানসভার আই এসএফ সমর্থিত ঝাপ গুপ্ধীরের সমর্থন বকুলতলা থানার নূরনহাতি এক নির্বাচনী জনসভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন আই এসএফের চেয়ারম্যান তথা ভাওড়ের বিদায়ী বিধায়ক ও এবারের প্রার্থী নওশাদ সিদ্দিকি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী, কান্তি গান্ধুরী, রাহুল ঘোষ, জয়নগর বিধানসভার সিপিআইএম প্রতিনিধি মুখ্যমন্ত্রীকে মাল বেলায় রাখতে বাক্য অতিহত করেন এবং বলেন এরপর বয়স হয়েছে এবার আপনি বিশ্রাম নিয়ে এবং সম্মাস নিয়ে বৃন্দাবনে যাওয়ার তোড়জোড় করুন আর এই বৃন্দাবনে যাওয়ার টিকিটটি তিনি কেটে দেবেন। নওশাদ এদিন এও বলেন বাম আইএসএফ জোটের সরকার হলে তারা প্রত্যেক পরিবারের মাথা পিছু একজনের চাকরির প্রতিশ্রুতি দেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মানুষের চিন্তাসা পরিষেবা আরো উন্নতি করতে কলকাতার বড় বড় হাসপাতালকে জেলায় তুলে এনে মানুষের চিকিৎসা দেবে বলে এদিন তিনি জানিয়েছেন। আর এদিনের এই জনসভায় জনসমুদ্র দেখে রীতিমতো আশ্চর্য হতে আই এন এফ ফলক

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৪৫ সংখ্যা, রবিবার, ১২ বৈশাখ, ১৪৩৩

গায়ক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

তিনি নিজের মুখে বলেছেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রেরণা। শুধু তাই নয় শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে জলসায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান শোনাতেন, পোশাকেও তাঁর অনুকরণ, হাতা গোটানো সাদা শাট ও ধুতি। একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হয় না ‘শ্যামল বরবী ওগো কন্যা’,এই বিলবির বাতাসে ওড়াও ওড়না’য়। যে কষ্টকে শ্রোতাদের অনেকেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বলে ভুল করেছেন। সেই কষ্টের আসল মালিক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়। অচিরেই অবশ্য সোনা রোদে কুয়াশা কাটার মতোই ভুলের মায়াজাল কাটিয়ে শ্রোতারা চিনে নিলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে। ‘ক্ষুধিত পাখার’ ছবিতে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় গেয়েছেন ‘যে রাতে মোর দুরারগুলি ভাঙল বড়ো’ যে ভাবে গেয়েছেন। ওই গানটি দেবরত বিশ্বাস গেয়েছিলেন ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ছবিতে। সেটা মাইলস্টোন। কিন্তু তার পাশে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গানটিও থাকবে। সত্যি বলতে যখন রবীন্দ্রনাথের গানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও দেবরত বিশ্বাস মধ্যগগনে তার মাঝে নিজের স্বকীয় স্থান করে নেওয়া খুব সহজ কাজ ছিল, তা মোটেই নয়। অদ্ভুত লাগবে হয়ত শুনতে এক সময় দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় স্বয়ং ভাবতেন গান আশপে মেয়েদের জন্য। স্বচ্ছল পরিবারের সন্তান। ঠাকুরদা চিকিৎসক ছিলেন। সেই দ্বিজেনও শেষ পর্যন্ত গানের প্রেমে পড়লেন। বাড়িতে লুকিয়ে লুকিয়ে গানের চর্চা করতেন। নজরে পালেন সংগীতের শিক্ষক সূশান্ত লাহিড়ির। শ্রোতা হয়ে একবার এক অনুষ্ঠানে গিয়ে বিরাট এক বিভূষনার মুখে পড়তে হল। ওই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীতের শিল্পী গরহাজির। সংগঠকদের মাথায় হাত। নিজeder বাঁচাতে সংগঠকরা ঢাল বানালেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে। একপ্রকার তাঁকে জোর করে মধ্যে ভুলে দেওয়া হয়। ভাঁড়ারে স্বল্প পুঁজি নিয়ে দ্বিজেন সেদিন অসাধারণ গাইলেন। শ্রোতারা মুগ্ধ, গানের শেষে মিস্তির ব্যঙ্গের সঙ্গে মুখবন্ধ খামে মিলল নগদ পাঁচটি টাকাও! গান গেয়ে টাকা পাওয়া যায়! সংগীত নিয়ে সেদিন তাঁর ভাবনা চিরকালের মত বদলে যায়। মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন মহালয়ার প্রভাতী অনুষ্ঠানে একক গান গাওয়া। সেই সুযোগ চলে আসে ১৯৫২ সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় মুম্বই চলে যাওয়ার সুবাদে। সেই থেকে ‘জাগো, তুমি জাগো’ দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়কে দিয়েই গাইয়েছেন পঙ্কজ মল্লিক। যা সর্ব অর্থে ইতিহাস গড়ছে। তত দিনে গ্রামোফোনে রবীন্দ্র সংগীতের সুযোগও পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি। গণনাট্য সংগ্ধ ঢকে সলিল চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ সখ্য তৈরি হয়। মুম্বইয়ে গিয়ে বেশ ক’টি হিন্দি ছবিতেও গান গেয়েছেন। লতা মঙ্গেশকরকে সাথে ‘হানিমুখ’, ‘মায়া’, ‘মধুমতী’ ছবিতে ডুয়েট আছে। অবশ্য মুম্বই জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ফিরে আসেন কলকাতায়। প্রথাগত ভাবে শাশ্তিনিকেতনে থেকে রবীন্দ্রনাথ গান না শিখলেও রবীন্দ্রসংগীতের ‘শুদ্ধতা’ রক্ষার জন্য তৈরি বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় হয়েছিলেন প্রথম অ-আশ্রমিক সদস্য। পরে বোর্ডের প্রধানও হন। আসলে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছিলেন তাঁর কণ্ঠ দিয়ে। অনেকে বলতো কি মনে করতো যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই ছিলেন দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়।

পৃথু রাজার রাজধানী

ড. শাহনাজ হুসনে জাহান আট বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা সভ্যতাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। এই সভ্যতা ভিতরগড় দুর্গনগরী নামে পরিচিতি পায়। কুচবিহারের বংশ লতিকায় রাজা পৃথুর দান উঠে আসে। ধারণা করা হয়, এই ভিতরগড় ছিল পৃথু রাজার রাজধানী। তবে ইতিহাসে পৃথু রাজা বা তার রাজ্য সম্পর্কে তেমন কোনো প্রামাণ্য দলিল পাওয়া যায়নি বলে, লোক কাহিনীগুলো থেকেই আমরা ইতিহাস জানার ক্ষুধা মিটিাই। ১৩ শতকে পৃথু রাজার রাজত্ব শুরু হলেও মনে করা হয় যে এই এলাকায় বসতি শুরু হয় ৭ বা ৮ শতকের গুপ্ত যুগের সময় থেকে এবং তার প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে। লোককাহিনী মতে পৃথু রাজা কীচক নামে অসাধু ও নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠী দিয়ে আক্রান্ত হলে নিজের মর্য়াদা রক্ষায় সপরিবারে আত্মহত্যা করেন মহারাজার দীঘিতে, যে দীঘিটি তারই খনন করা। সত্যিই পৃথু রাজা আছে কিনা তা আমরা জানিনি, তবে কে এই পৃথু রাজা তা কিন্তু খুব জানতে ইচ্ছে করছে। বিস্ময় জাগানো এই সভ্যতাটি করতোয়া ও তিস্তা নদীর মাঝখানে সমতল ভূমিতে অবস্থিত ছিল। এই দুর্গনগরীটি চারটি সীমানা প্রাচীর দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল। ধারণা করা হয় বন্যা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য এই বাঁধগুলো তৈরী করা হয়েছিল। বর্তো বছর আগেরও এতো সুন্দর ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতির ব্যবহার সত্যিই আশ্চর্য হওয়ায় মতন। চারটি আবেষ্টনীর ভিতরে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে অসংখ্য ধর্মীয় স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ, দুটি প্রাচীন মন্দির এবং মূল্যবান প্রত্নবস্তু। শালমারা নদীর উপর পাথরঘাটও দোমনাী নামের জায়গায় তৈরী করা হয়েছিল পাথরের দুটি বাঁধ। এর মাধ্যমে প্রাচীন কালো নদীর জল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সারা বছর দুর্গনগরীর জন্য জল সংরক্ষণ করা হতো। প্রাচীন বাণিজ্য সড়ক নদীপথের উপর অবস্থিত হওয়ায় ভিতরগড়ের অধিবাসীরা সম্ভবত নেপাল, ভূটান, সিকিম, আসাম, কুচবিহার, তিব্বত, চীন, বিহার, পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলাস সাথে বাণিজ্যকে যোগাযোগ বজায় রেখেছিল। সম্ভবত নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে এতো বড় সভ্যতাটি ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো। এটি শুধু বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দুর্গনগরী নয়, দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় দুর্গনগরীর একটি। এই দুর্গনগরে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত আটটি স্থাপনার ভিত্তি কাঠামো থেকে লাল ও ধূসর রঙের নকশা করা মাটির পাত্রের ভাঙা অংশ, লোহা ও তামার তৈরি জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। মাটির পাত্রের মধ্যে রয়েছে থালা, বাটি, রান্নার হাড়ি ও মাটির প্রদীপ।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



ঠাকুর বলতেন, জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কী করে জীবনকে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে তার দিকে বেশি করে নজর দিতে হবে। সবার

সাধক বামাক্ষ্যাপা



জীব সেবাই হচ্ছে ভগবান সাধনার একটি অন্যতম পথ। বাইকে সেবাকে মন্ত্রে দীক্ষিত করা উচিত। সেবাকে জীবনের পরম পথ বলে স্বীকার করে নিতে বলিছি বলছেন তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা। সেই কারণে বেলেড় মঠের প্রতিটি সন্তানরো সেবার কাজে লিপ্ত থাকে। তাদের কাজই হচ্ছে জীব সেবা করা। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা সবাইকে জীব

সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে হবে। শাস্ত্র হয়ে কথা বলতে হবে। তবেই জীবন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবে। অন্যান্য আচরণ করবে না। অন্যান্যকে প্রশংসা যবেবে না। অন্যান্য দেখলে তার প্রতিবাদ করবে। ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা ক করবে।দেশ মাতৃকার জয়গান গাইত হবে। তবেই দেশের উন্নতি হবে শিক্ষা ব্যবস্থা পুঁতিগত হওয়ার থেকে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলতো। শুধু ধর্ম ধর্ম করলে হবে না। ভগবান ভগবান করলে হবে না, কাজ করতে হবে।

সেবার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলেছেন, মানব সেবায় রতী হতে হবে। সেবার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের সন্ধান করতে হবে। যিনি মানব সেবা তথা জীব সেবা করতে পারেন তাঁর স্থান হচ্ছে ঈশ্বরের ওপরে। প্রকৃত জীব সেবা কোনও সময়ে বদনাম করে না। জীব সেবা হচ্ছে মহৎ কাজ। যিনি জীব সেবা করতে পারেন তিনি সবার কাছে প্রিয় হন। তন্ত্র সাধনা করলেই চলবে না। মানুষের সেবা করতে হবে। তার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে হবে। তবেই জীবন অমরত্ব লাভ করবে। দুশো বছর কেন সারা বছর ধরে সেই সেবার মগ্ন মানুষের নাম করবে। তার পরলোকের পরও তাকে স্মরণ করবে।

‘শহিদ প্রফুল্ল চাকী’র মৃত্যু ঘিরে রহস্য

রবীন্দ্রকুমার শীল (মজফফরপুরে উপস্থিত হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে বোমা দিয়ে মারতে গিয়ে ধরা পড়লেন ১৮ বছরের একটি বালক ক্ষুদিরাম বোস। মজফফরপুরের ঘটনায় ব্রিটিশ প্রশাসন মজফফরপুর সহ তার সংলগ্ন এলাকা জুড়ে কড়া পুলিশি নজরদারি শুরু করে। এদিকে ক্ষুদিরাম ধরা পড়তেই পুলিশ তাঁর ওপরে শারীরিক অত্যাচার শুরু করলে সবই পুলিশের কাছে কাবুল করে দেয়। যার ফলে ধরা পড়ে গেলেন প্রফুল্ল



চাকী। তিনি মোকামা স্টেশনে কলকাতাগামী ট্রেন ধরতে গিয়ে উপস্থিত হলে পুলিশ ইকপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি তাকে সন্দেহ করে এবং সঙ্গে পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসে ঘিরে ফেলে। প্রফুল্ল চাকী সেই সময়ে পুলিশের ঘেরাটোপ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। ঠিক এখানেই সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে বহু গবেষকদের। অধিকাংশ মনে করেন যে প্রফুল্ল চাকী পুলিশকে লক্ষ্য ধরা না দিয়ে নিজের লিভালবার দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আবার কেউ কেউ বলছেন যে পুলিশ এনকাউন্টারে প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যু হয়েছে। ব্রিটিশ পুলিশ এনকাউন্টার করে সেই সময়ে বহু বিপ্লবীদের হত্যা করেইে। প্রফুল্ল চাকীর দেহ পাওয়া যায়নি বা তাঁর পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হয়নি। কোথায় গেল তাঁর দেহ তা নিয়ে বর্তমান যুগে বহু গবেষক অনুসন্ধান করতে শুরু করেছে। তবে তাঁর মাথাটা কেটে নিয়ে আসা হয়ছিল সনাতনকরণের জন্য সেটা সন্ধ্যত পরে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে পুঁতে দিয়েছিল। যদিও এই ঘটনাটি কতখানি সত্য তা যাচাই করা যাচ্ছে না। কারণ এই সবের কোনও সঠিক প্রমাণের অভাব এখনও রয়েছে।) ক্ষুদিরামের বয়ানে প্রফুল্লর নাম ঃ “আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু। বাবা

নারী সংরক্ষণ বিল লোকসভায় পাশ করা গেল না

অজয় সরকার একে তো গ্রীষ্মের গরম তার উপরে ভোতের গরম। এই ডামাডোলে ধীরে ধীরে আমাদের চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গিয়েছিলো। আর একটা একেছকারি হতে যাচ্ছিল। শেষমেষ এটা বন্ধ করা গেছে। আর তারপরেই শুরু হয়েছে ইনিয়ে বিনিয়ে আবেলি তাবেলি বকা আর কান্নাকাটি করা। যেটা আবার এই মুহূর্তে নিয়মবহির্ভূত। সংক্ষেপে এটিই হল নারী সংরক্ষণকে সামনে রেখে লোকসভার বিখ্যাত ডিলিমিটেশন বিলের ঘটনা। এখন অনেকগুলি রাজ্যেই ভোট চলছে, বিশেষত যারা জনপ্রতিনিধি, তারা এই মরসুমে খুবই ব্যস্ত থাকেন

ডিলিমিটেশন বিলের ঘটনা। এখন অনেকগুলি রাজ্যেই ভোট চলছে, বিশেষত যারা জনপ্রতিনিধি, তারা এই মরসুমে খুবই ব্যস্ত থাকেন

কিন্তু এর সঙ্গে ডিলিটেশনের কি সম্পর্ক সেটা সহজে বোঝা সম্ভব নয় কারণ বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যেই নারীদের জন্য সংরক্ষণ কেনা করা যাবে না এই প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু নেই। রাজনৈতিক পাট্য কষাকষির মধ্যে দিয়ে বিলটা পাস করানো যায়নি। লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে সব বিল পাশ করানো যাবে না এটা অত্যন্ত সহজবোধ্য বিষয় বাচারারও বোঝে। কিন্তু এরপরই যেটা ঘটল সেটা চরম নিন্দনীয় এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অন্যতম কুঠারঘাতক বলা যেতে পারে। দেশের প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই একটা রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি তিনি হতেও কবেই তার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বেতার এবং

আমি মেদিনীপুরে যুগান্তর বিক্রি করতাম। কদিন ধর তার প্রতিকা পাঠাচ্ছে না দেখে আমি খোঁজ নিতে এসেছিলাম। নানা কথার পর দীনেশ আমাকে গুপ্ত সমিতি দেখাবে, আমাকে পুরস্কার দেবে বলে। প্রথমে আমি রাজি হইনি। আর কথা না বাড়িয়ে সে বিকাল তিনটের সময় আমাকে শুক্রবার দিন হাওড়া স্টেশনে দেখা করতে বলে। সেই মতো ওই সময়ে আমি দেখা করি। দীনেশ আমাকে কিংসফোর্ড হত্যার পরিকল্পনা বলে। অনেক উপরোধের পর আমি রাজি হই। পরের দিন বিকেল পাঁচটায় আবার হাওড়ায় দেখা হওয়ার কথা। দীনেশ আমাকে নিষেধ করেছিল- কবে আমি রিভলভার পেয়েছি তা যেন না বলি। দীনেশ মজঃফরপুরে আমাকে রিভলভার দিয়ে বলেছিল, বোমা ছোঁড়ার ব্যাপারে সে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল - একথা যেন না বলি- যুগান্তর পড়ে এবং বস্তুতা শুনে এই প্রেরণা পেয়েছি - যেন বলি। আর আমি যে আগে বলেছি কিংস ফোর্ডকে আমার ইচ্ছে হতো গুলি করে মারি- তা বাদে আমার বাকি বিবৃতি সত্য। দীনেশ আমাকে একথা বলতে শিখিয়ে দিয়েছিল। ধরমশালায় দীনেশের সঙ্গে আমি ঘটনার দিন সমেত পাঁচ দিন ছিলাম। কিশোরীমোহন ব্যানার্জির নাম আমি দীনেশের কাছে শুনে ছিলাম- তাঁর সঙ্গে কোনও দিন কথাবার্তা হয়নি। আমার আর কিছু বলার নেই।

ম্যাতিস্টেট রেটহাউড-এর সামনে ২৩ মে, (তারিখে প্রদত্ত) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মানসরঞ্জন সেন তাঁকে বাংলায় প্রদত্ত বিবৃতিটি পড়ে শোনালেন। নীচে সেই করলেন ম্যাজিস্ট্রেট র্রেহাউড। প্রথম জবানবন্দিতে ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকীর জীবন রক্ষা করতে সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে গ্রহণ করেছিলেন। তখনও তিনি জানতেন না যে প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ে মারা গিয়েছেন। পরে তিনি উকিল মারফৎ জানতে পেরেছিলেন যে প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। সেই সময়ে তাঁর পক্ষের উকিলরা পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বেশ কিছু দায়িত্ব প্রফুল্ল চাকীর কাঁধে ফেলে দিতে। কারণ উকিলরা চেষ্টা করছিল ক্ষুদিরামের জীবনকে ফাঁসির হাত থেকে রক্ষা করতে। উকিলরা সেই সময়ে তাঁকে শিখিয়ে রেখে দিয়েছিল। ক্ষুদিরাম অকপটে সব স্বীকার করে নিয়ে ছিল প্রথম জবানবন্দিতে। কিন্তু পরে দেখতে পাওয়া গেল ক্ষুদিরাম প্রথম দেওয়া বিবৃতি থেকে ক্রমশ সেরে আসতে শুরু করে দিয়েছেন। এ কৌশল উকিলদের দেওয়া যা বুঝতে কারোর অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তবে ইংরেজ শাসকদের গোপন ইচ্ছা ছিল কিংসফোর্ড মামলায়

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্য সাংবাদিক বৈঠকে

বৃদ্ধদেব মিশ্র

গত ২৪ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি সাংবাদিকদের সমানে উপস্থিত হয়ে বলেছেন যে “দিদি যাচ্ছেন, বিজেপি আসছে”। প্রথম দফার ভোটের পর বাংলায় ১১০-এর বেশি আসন জিতবে বিজেপি দল বলে জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শেষে আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে



ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ সকল ভোটারদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়েছে। মানুষ ভয় থেকে বেরিয়ে ভরসার জন্য ভোট দিয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, দ্বিতীয় দফাতেও ভয়হীন ভরসার ভোট হবে। বাংলায় পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়েছে। তিনি নির্বাচন কমিশনেরও প্রশংসা করেন।। তিনি আত্মবিশ্বাসের সাথে জানান যে, প্রথম দফার মূল্যায়ন অনুযায়ী বিজেপি ইতিমধ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে রয়েছে।

অমিত শাহ বলেন, দীর্ঘ সময় পর বাংলায় কোনও প্রাণহানি ছাড়াই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা এক প্রকার মিরাকল। তিনি নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, বাংলার মানুষ ভয়মুক্ত হয়ে গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হয়ে েছেন। বিগত নির্বাচনের তুলনায় এবার আয়তের সংখ্যাও অনেক কম। সাংবাদিক বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, ১৬টি জেলায় ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণের পর বিজেপির অভ্যন্তরীণ রিপোর্ট বলছে, বিজেপি এই দফায় ১১০টিও বেশি আসনে জয়লাভ করতে চলেছে। তিনি বলেন, ৯২.৯৮ শতাংশ ভোটদান প্রমাণ করছে যে বাংলার মানুষ দিদিকে বিদায় জানিয়ে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে চলেছে। তিনি এদিন তথ্য দিয়ে বলেন,

হবি ঃ বৃদ্ধদেব মিশ্র।

স্বামীজি ও নিবেদিতা

শঙ্করলাল কর্মকার

‘স্বামীজী ও নিবেদিতা’। দেহ ত্যাগের দুদিন আগে স্বামীজী অতিক্রমণের পর তিনি মেঘেরা শুয়ে পড়লেন। আরও একঘণ্টা পরে দুটি গভীর শ্বাস বের হয়ে এল। সামান্য একটু কান্না। শিয়র এতো। তারপর সব শেষ। ধানের মাধ্যমে আত্মা বের হয়ে গেছে দেহ ছেড়ে। দেহটা শুধু পড়ে রইল পরিত্যক্ত বস্ত্রের মতো। ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দ পরলোকগমন করলে চোখ দিয়ে জল বের হয়েছিল। কিন্তু তার মনে তখন একটু কথাই বাবরার ঘুরতে শুক করেছিল যে স্বামীজির অসমাপ্ত কাজকে পূরণ করতে হবে। স্বামীজি যেভাবে সেবাকে পরম ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন তাতে সত্য মেনে তো শিষ্য-শিষ্যারাই করে। আপনি এসব করছেন কেন? স্বামীজী একটু হাসলেন। তারপর পরম স্নেহে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, তুমিতো জানি যেওও তাঁর শিষ্যদের পা খুঁইয়ে দিয়েছিলেন। উত্তর শুনে বিম্বর্ষ হয়ে পড়লেন নিবেদিতা। ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখ। এ কি কথা শুনাছেন তিনি গুরু মুখে? যি শু তাঁর শিষ্যদের পা খুঁইয়ে দিয়ছিলেন কিন্তু সে তো তার মৃত্যুর আগের দিন। নিবেদিতা বিদায় নিলেন। গুরু আশীর্বাদ করলেন তাঁকে। স্বামীজী ইঙ্গিতে আপনার মৃত্যুর দায়িত্ব থেকে যায় নারী নিরাপত্তার। সেই দায়িত্বের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যাবে অধিকাংশ রাজ্য সরকারিই ডাहा ফেল করবে এবং এই ফেলুদাসের মতোও সবচেয়ে আগে থাকবে বিজেপির শাসিত রাজ্যে। এর সঙ্গে শাসক হিসেবে আরেকটি দায়িত্ব থেকে যায় নারী নিরাপত্তার। সেই দায়িত্বের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যাবে অধিকাংশ রাজ্য সরকারিই ডাहा ফেল করবে এবং এই ফেলুদাসের মতোও সবচেয়ে আগে থাকবে বিজেপির শাসিত রাজ্যে।

নিজের ঘরে এসে ধ্যানে বসলেন

। মুখ তাঁর দক্ষিণেশ্বরের দিকে। হাতে তার জপের মালি। একঘণ্টা অতিক্রমণের পর তিনি মেঘেরা শুয়ে পড়লেন। আরও একঘণ্টা পরে দুটি গভীর শ্বাস বের হয়ে এল। সামান্য একটু কান্না। শিয়র এতো। তারপর সব শেষ। ধানের মাধ্যমে আত্মা বের হয়ে গেছে দেহ ছেড়ে। দেহটা শুধু পড়ে রইল পরিত্যক্ত বস্ত্রের মতো। ভগিনী নিবেদিতা স্বামী বিবেকানন্দ পরলোকগমন করলে চোখ দিয়ে জল বের হয়েছিল। কিন্তু তার মনে তখন একটু কথাই বাবরার ঘুরতে শুক করেছিল যে স্বামীজির অসমাপ্ত কাজকে পূরণ করতে হবে। স্বামীজি যেভাবে সেবাকে পরম ধর্ম বলে গ্রহণ করেছিলেন তাতে সত্য মেনে তো শিষ্য-শিষ্যারাই করে। আপনি এসব করছেন কেন? স্বামীজী একটু হাসলেন। তারপর পরম স্নেহে ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, তুমিতো জানি যেওও তাঁর শিষ্যদের পা খুঁইয়ে দিয়েছিলেন। উত্তর শুনে বিম্বর্ষ হয়ে পড়লেন নিবেদিতা। ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখ। এ কি কথা শুনাছেন তিনি গুরু মুখে? যি শু তাঁর শিষ্যদের পা খুঁইয়ে দিয়ছিলেন কিন্তু সে তো তার মৃত্যুর আগের দিন। নিবেদিতা বিদায় নিলেন। গুরু আশীর্বাদ করলেন তাঁকে। স্বামীজী ইঙ্গিতে আপনার মৃত্যুর দায়িত্ব থেকে যায় নারী নিরাপত্তার। সেই দায়িত্বের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যাবে অধিকাংশ রাজ্য সরকারিই ডাहा ফেল করবে এবং এই ফেলুদাসের মতোও সবচেয়ে আগে থাকবে বিজেপির শাসিত রাজ্যে।

দেশ-বিদেশ

এডিপি-র সম্ভাব্য বড় অংশীদারিত্ব বিক্রির খবরে চাপের মুখে জিএমআর এয়ারপোর্ট

নয়াদিল্লি মুম্বই, ২৫ এপ্রিলঃ ফরাসি অবকাঠামো সংস্থা এডিপি গ্রুপ তাদের উল্লেখযোগ্য অংশীদারিত্ব বিক্রির পরিকল্পনা করছে-এমন খবর সামনে আসতেই ভারতের শীর্ষ বেসরকারি বিমাবন্দপর পরিচালনাকারী সংস্থা জিএমআর এয়ারপোর্ট-এর শেয়ারে চাপ দেখা দিয়েছে। বাজার সূত্রে জানা গেছে, কঙ্কণ তাদের প্রায় ৭৩ শতাংশ পর্যন্ত শেয়ার বিক্রি করতে পারে, যার সম্ভাব্য মূল্য প্রায় ৯১২৪ মিলিয়ন। এই সম্ভাব্য বড়সড় লেনদেন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে, যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে শেয়ারবাজারে। শুক্রবার সকালে লেনদেন শুরুর পরই জিএমআর এয়ারপোর্ট-এর শেয়ার নিম্নমুখী হয়, যদিও সামগ্রিকভাবে অবকাঠামো ও বিমান চলাচল খাত স্থিতিশীল ছিল। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এই পতনের মূল কারণ হল মালিকানা কাঠামোর সম্ভাব্য পরিবর্তন নিয়ে উদ্বেগ। এডিপি দীর্ঘদিন ধরে জিএমআর এয়ারপোর্ট-এর একটি কৌশলগত অংশীদার হিসেবে কাজ করেছে, এবং তাদের সম্ভাব্য প্রস্থান ভবিষ্য পরিচালনা ও পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এডিপি বিশ্বের অন্যতম বৃহ বিমানবন্দর অপারেটর এবং তাদের আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা জিএমআর এয়ারপোর্ট-এর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দিল্লি ও হায়দরাবাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর পরিচালনায় জিএমআর এয়ারপোর্ট-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে

এডিপি এর প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও গ্লোবাল বেস্ট প্র্যাকটিস বিশেষ সহায়ক ছিল। ফলে, এই অংশীদারিত্বের সম্ভাব্য অবসানকে অনেকেই একটি বড় পরিবর্তন হিসেবে দেখছেন। এই প্রস্তাবিত শেয়ার বিক্রি এডিপি-এর বৈশ্বিক

বিনিয়োগ কৌশলের অংশ বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি একটি ক্যাপিটাল রিসাইক্লিং পদক্ষেপ, যার মাধ্যমে সংস্থাটি আনা আন্তর্জাতিক প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য মূলধন পুনর্বিন্যাস করতে চাইছে। তবে এই সিদ্ধান্ত ভারতের বাজারে তাদের দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতি নিয়ে কিছু প্রশ্নও তৈরি করেছে। ভারতের বিমান চলাচল খাত বর্তমানে দ্রুত বৃদ্ধির পর্যায়ে রয়েছে।কোভিড-পরবর্তী সময়ে যাত্রী সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, এবং আগামী বছরগুলিতে আরও প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বিমানবন্দর অবকাঠামোকে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীল বিনিয়োগে

হিসেবে দেখা হচ্ছে। ফলে কঙ্কণ-এর মতো একটি বড় আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্ভাব্য প্রস্থান অনেক বিনিয়োগকারীর কাছে বিশ্ময়কর মনে হয়েছে। বাজার বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বড় মাপের স্টেক বিক্রি অবকাঠামো

মনে করছেন, এটি একবারে না হয়ে ধাপে ধাপে বিক্রিও হতে পারে। এই সম্ভাব্য বিক্রির খবর ইতিমধ্যেই বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সার্বভৌম সম্পদ তহবিল, আন্তর্জাতিক

বিশেষজ্ঞের মতে জিএমআর এয়ারপোর্ট-এর মৌলিক ভিত্তি এখনও শক্তিশালী। যাত্রী বৃদ্ধি, নতুন প্রকল্প, এবং এয়ারোনটিক্যাল রাজস্বের বহুমুখীকরণ কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনাকে ইতিবাচক রাখছে। দিল্লি এবং হায়দরাবাদের মতো ব্যস্ত বিমানবন্দর পরিচালনার অভিজ্ঞতা তাদের একটি শক্ত অবস্থানে রেখেছে। ভারতের বিমানবন্দর অবকাঠামো খাত গত কয়েক বছরে দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। সরকারী নীতির সহায়তা, বেসরকারি বিনিয়োগে বৃদ্ধি, এবং আধুনিকীকরণ প্রকল্পগুলির কারণে এই খাত এখন বিনিয়োগকারীদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। এই প্রেক্ষাপটে জিএমআর এয়ারপোর্ট-এর মতো একটি বড় সংস্থার মালিকানায় সম্ভাব্য পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই বাজারে বড় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আগামী দিনে পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, তা অনেকটাই নির্ভর করবে এডিপি-এর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের পরিত্যের উপর। তবে আপাতত, একটি আকর্ষণীয় সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে স্বল্পমেয়াদে জিএমআর এয়ারপোর্ট-এর শেয়ারের উপর চাপ বজায় থাকতে পারে বলে মনে করছেন বাজার বিশ্লেষকরা। কারণ বিনিয়োগকারীরা এখনও পরিস্কারভাবে জানতে চান-কে এই অংশীদারিত্ব কিনবে, কীভাবে মালিকানা পরিবর্তন হবে, এবং নতুন অংশীদার কোম্পানির কৌশলগত দিকনির্দেশনায় কী পরিবর্তন আনবে। তবুও, অনেক

তাপপ্রবাহে দক্ষ কেরালা-সেলফ-লকডাউন-এর আহ্বান বিজয়নের

তিরুবনন্তপুরম, ২৪ এপ্রিলঃ দক্ষিণ ভারতের অন্যতম সবুজ ও আর্দ্র রাজ্য কেরল এখন ভয়াবহ তাপপ্রবাহের কবলে। ক্রমবর্ধমান গরম ও অস্বস্তিকর আর্দ্রতার কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। পরিস্থিতি এতটাই গুরুতর হযে উঠেছে যে মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন রাজ্যবাসীকে স্ব-আরোপিত লকডাউন বা সেলফ-লকডাউন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন-বিশেষত দিনের সবচেয়ে গরম সময়ে ঘরের বাইরে না বেরোনের পরামর্শ দিয়ে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, কেরলের বিভিন্ন জেলায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে পৌঁছে গেছে, যা এই অঞ্চলের জন্য অত্যন্ত অস্বাভাবিক। বিশেষ করে Palakkad, Kollam এবং Thrissur জেলায় তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার যৌথ প্রভাব বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, সকাল গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ছে এবং দুপুর পর্যন্ত তা চরমে পৌঁছাচ্ছে, ফলে হিট স্ট্রেস বা তাপজর্জনিত চাপ মারাত্মক মাত্রা নিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার জরুরি ভিত্তিতে একটি বিদ্যুত নির্দেশিকা জারি করেছে। নাগরিকদের সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাইরে না বেরোনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টভাবে বলেছেন, ‘এই সময়ে,যতটা সম্ভব ঘরের ভিতরে থাকুন। অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে বাইরে যাওয়া এড়িয়ে চলুন।তিনি সতর্ক করেছেন যে অতিরিক্ত গরমে হিটস্ট্রোক, ডিহাইড্রেশন এবং অন্যান্য শারীরিক জটিলতার ঝুঁকি বৃহত্তপ বেড়ে যায়। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘ সময়.রোদে থাকার ফলে মাথা ঘোরা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত ক্লান্তি বা শরীরের তাপমাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে। এই ধরনের উপসর্গ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিসা সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।এই সঙ্কে সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করা হয়েছে, কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দ্রুত ছায়াযুক্ত স্থানে নিয়ে গিয়ে ঠান্ডা করার ব্যবস্থা করতে এবং চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রশাসন জনসমাগম ও বহিরাঙ্গন কার্যকলাপের উপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। খেলাধুলা, শোভাযাত্রা, উসব বা আতশবাজি প্রদর্শনের মতো কার্যক্রম আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের কার্যকলাপ শুধু মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায় না, বরং অতিরিক্ত তাপের কারণে আগুনের সম্ভাবনাও বাড়িয়ে তোলে। রাজ্যের শ্রম দপ্তরও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। নির্মাণকাজ, কৃষিকাজ এবং অন্যান্য খোলা জায়গায় কাজ করা শ্রমিকদের জন্য কাজের সময়সূচি পরিবর্তনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিয়োগকর্তাদের বলা হয়েছে, ভোর বা সন্ধ্যার মধ্যে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা সময়ে কাজের ব্যবস্থা করতে, যাতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত থাকে। এছাড়া, হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবাগুলিকে উচা সতর্কতায় রাখা হয়েছে। তাপপ্রবাহজনিত অসুস্থতার সংখ্যা হঠা বেড়ে গেলে যাতে দ্রুত পরিষেবা দেওয়া যায়, সেই প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন স্পষ্ট করেছে, মানুষের জীবন রক্ষা এখন সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার। মানবিক দিক থেকেও মুখ্যমন্ত্রী একটি গুরুত্বপূর্ণ আবেদন জানিয়েছেন। এই চরম আবহাওয়ায় পশুপাখিরাও মারাত্মক কষ্টে রয়েছে। তাই সাধারণ মানুষকে বাড়ির বাইরে পাখি, পথকুকুর এবং অন্যান্য প্রাণীর জন্য পানির পাত্র রাখার অনুরোধ করা হয়েছে। পাশাপাশি যেখানে সম্ভব ছায়াযুক্ত জায়গার ব্যবস্থা করার কথাও বলা হয়েছে। ছোট ছোট এই উদ্যোগগুলি প্রাণীদের জন্য বড় সহায়ক হতে পারে বলে প্রশাসন মনে করছে। কেরলের মতো একটি রাজ্যে, যা সাধারণত তার মৃদু উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য পরিচিত, এই ধরনের তীব্র তাপপ্রবাহ নতুন উদ্বেগ তৈরি করেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে এ ধরনের চরম আবহাওয়ার ঘটনা আরও ঘন ঘন এবং তীব্র হতে পারে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং অবকাঠামোগত পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি। শহরাঞ্চলে আরবান হিট আইল্যান্ড প্রভাবও পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলছে। কংক্রিটের বাড়ি, কম সবুজায়ন এবং যানবাহনের তাপ নির্গমন শহরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে শুধু গ্রামাঞ্চল নয়, শহরবাসীরাও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে সরকারের সেলফ-লকডাউন আহ্বান অনেকের কাছে মহামারির সময়ের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। যদিও এটি বাধ্যতামূলক নয়, তবুও প্রশাসন আশা করছে যে মানুষ স্বতঃ স্ফূর্তভাবে এই নির্দেশিকা মেনে চলবেন। কারণ সচেতনতা এবং সতর্কতাই এখন সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা। সব মিলিয়ে, কেরল বর্তমানে এক কঠিন আবহাওয়া পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তাপপ্রবাহের তীব্রতা এবং এর সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনায় রেখে সরকার ও প্রশাসন সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছে। তবে এই লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী কয়েকদিন আবহাওয়ার পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, তা এখন দেখার বিষয়। কিন্তু আপাতত একটিই বার্তা স্পষ্ট-প্রয়োজন ছাড়া বাইরে নয়, সতর্ক থাকুন, সুস্থ থাকুন।

টিটিএএডিসি-র ভিলেজ কমিটির নির্বাচনে একাই লড়বে বিজেপিও মুখ্যমন্ত্রী



আগরতলা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.)ঃ ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) এলাকায় আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এককভাবে প্রতিদ্বন্দিতা করবে বলে ঘোষণা করেছে মুখ্যমন্ত্রী প্রদেশের (ডাঃ) মানিক সাহা। শনিবার আগরতলায় দলের রাজ্য সদর দফতরে আয়োজিত সাংগঠনিক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই কথা জানান। মুখ্যমন্ত্রী জানান, টিটিএএডিসি নির্বাচনে একা লড়াই করার সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল বলে তাদের নির্বাচন-পরবর্তী মূল্যায়ন বৈঠকে মত উঠে এসেছে। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ভিলেজ কমিটি নির্বাচনেও জেটি ছাড়াই লড়ার পথে হাটবে বিজেপি। তাঁর কথায়, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার করে আমরা মনে করছি, এককভাবে প্রতিদ্বন্দিতা করাই আমাদের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ। ভিলেজ কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাধারণ এলাকায়,যেখানে ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু রয়েছে, সেখানে টিটিএএডিসি এলাকায় এক-স্তরীয় ভিলেজ কমিটি ব্যবস্থা চালুকর। ফলে এই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাঠামোয় সরাসরি প্রভাব পড়ে। তিনি আরও জানান, নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে কিছু এলাকায় দলের সাংগঠনিক ভিত্তি দুর্বল রয়েছে। সেই সব এলাকায় সংগঠনকে শক্তিশালী করার ইতিমধ্যেই কর্মপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যেখানে আমরা পিছিয়ে আছি, সেখানে সংগঠনকে মজবুত করতে জোড়ার প্রচেষ্টা চালানো হবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে, নির্বাচন-পর্যন্ত সময়ে,ভিলেজ কমিটির অফিস দখল নিয়ে উত্তেজনার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগ উঠেছে, কয়েকটি এলাকায় চেঁচা করছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি কড়া বার্তা দিয়ে বলেন, কোনও নির্বাচিত সংস্থাকে জোর করে দখল করা যায় না। আইন বিজ্ঞের পথে চলবে এবং কেউ আইন ভাঙলে তা বরাদ্দত করা হবে না। তিনি সতর্ক করে দেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকলে সংশ্লিষ্ট দলের জনমর্থন কমে যেতে পারে। এর আগে, টিটিএএডিসি নির্বাচনে দলের প্রার্থী ও নেতাদের নিয়ে বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের অভিজ্ঞতা ও মতামত জানা এবং ভবিষ্যৎ কৌশল নির্ধারণ করা। তিনি জানান, প্রার্থী ছাড়াও নির্বাচনী কাজে কাজে যুক্ত নেতাদেরও ডাকা হয়েছিল, যাতে সার্বিক পরিস্থিতির একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

অসমে ক্যাম্পে একজনও বাঙালি হিন্দু নেই, প্রমাণ হলে পদত্যাগে আমি প্রস্তুতঃ হিমন্তবিশ্ব

কলকাতা, ২৫ এপ্রিল (হি.স.)ঃ অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে একজনও বাঙালি হিন্দু নেই, একজন বাঙালি হিন্দু ডিটেনশন ক্যাম্পে আছেন বলে প্রমাণ হলে পদত্যাগে প্রস্তুত আমি, কলকাতায় বলেছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা ড. হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা। আজ শনিবার কলকাতায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করছিলেন হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা। বক্তব্য শেষ করতে গিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করেছেন। গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ড. শৰ্মা বলেন, গত কয়েক দশকে পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস কাঠামো দ্রুত পরিবর্তিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং অসম একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। যদি একটি রাজ্যেও সীমান্ত খোলা থাকে এবং সেখান দিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটে তা-হলে তার প্রভাব গোটা দেশে পড়ে। অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পে বাঙালি হিন্দুদের রাখা হয়েছে বলে দাবি খারিজ করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা স্পষ্ট বলেন, ‘কংগ্রেস-এর এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিকর। অসমের ডিটেনশন ক্যাম্পগুলোতে একজনও বাঙালি হিন্দুকে রাখা হয়নি, রাজ্য এমন একটি ঘটনা নেই। যদি একজনও থাকেন, আর প্রমাণ হয়, তা-হলে আজই আমি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত।’

অবৈধ অনুপ্রবেশকারী শনাক্তকরণ ও বহিষ্করণ সংক্রান্ত আইনি বিধানের কথা উল্লেখ করে ১৯৫০ সালের ‘(এক্সপালশন ফ্রম অসম) অ্যাক্ট’-এর প্রসঙ্গ তুলেন ড. শৰ্মা। তিনি বলেন, এই আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সন্দেহভাজন অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা প্রশাসনের রয়েছে। তিনি বলেন, ‘আইনের ওচোয় সুপ্রিম কোর্ট অসমকে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছে। কোনও ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার যদি কাউকে অবৈধ আশ্রয়ী হিসেবে চিহ্নিত করেন, তবে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।’ অসমের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এ ধরনের আশ্রয়ী কাঠামো শুধু অসমেই সীমাবদ্ধ না রেখে অন্যান্য রাজ্যেও প্রসারিত করা উচিত। তাঁর মতে, এতে অবৈধ অভিবাসন মোকাবিলায় ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। তবে তিনি অভিযোগ করেন, বর্তমান ব্যবস্থায় কিছু সম্প্রদায় বিশেষ সুরক্ষা পেয়ে থাকে।

ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই গুরুত্বপূর্ণঃ উপরাষ্ট্রপতি

জয়পুর, ২৫ এপ্রিল (হি.স.)ঃ উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন জোর দিয়ে বলেছেন, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানসিক শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শনিবার জয়পুরে রাজস্থানি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫-তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য বিশেষ করে যুবকদের নেশাজাতীয় দ্রব্য এবং তামাক থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্পর্কে মানুষকে শিক্ষিত করার জন্য উপরাষ্ট্রপতি ব্যাপক জনসচেতনতামূলক প্রচারের আহ্বান জানান।

NAME CHANGE
I, MAZERA BIBI (Old Name) W/o-SERAJUL HOQUE Residing at, Vill- Chandipur, Post- Sovanagar, Ps- Englishbazar, Dist- Maida, Pin- 732209, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from MAZERA BIBI To SERAJUL HOQUE and henceforth I Shall be Known as (New name) SERAJUL HOQUE in all purpose Vide an affidavit No- 21690 On Date 24 April 2026 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad, MAZRA KHATUN and MAZERA BIBI both are Same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SIRAJUL HOQUE (Old Name) S/o-LATE AHAMMED Residing at, Vill- Chandipur, Post- Sovanagar, Ps- Englishbazar, Dist- Maida, Pin- 732209, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from SIRAJUL HOQUE To SERAJUL HOQUE and henceforth I Shall be Known as (New name) SERAJUL HOQUE in all purpose Vide an affidavit No- 21690 On Date 24 April 2026 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad, SERAJUL HOQUE and SIRAJUL HOQUE both are Same and one identical person.

NAME CHANGE
OLD NAME HALIMA BIBI R/O JOLER PARD P/O KRISHNAGAR DIST NADIA W.B HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL BE KNCEM NORTH BE KNOWN AS BEVWA BEWA (NEW NAME) AS DECLARE BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR VIDE AFFIDAVIT SL NO 34 DATED 27-4-2026 HALIMA BEWA AND HALIMA BIBI BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PER-SON.

সৌর খাতে চাপ, ৫ পড়ল ওয়ারি এনার্জি- নীতিগত অনিশ্চয়তা ও মুনাফা বুকিংয়ে বাড়ছে অস্থিরতা

মুম্বই । ২৫ এপ্রিলঃ ভারতের নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে সাম্প্রতিক সময়ে তীব্র ওঠানামার মধ্যে শেয়ারবাজারে বড় ধাক্কা খেল সৌর সংস্থা ওয়ারি এনার্জি (Waaree Energies)। ইন্সটাডে লেনদেনে কোম্পানির শেয়ার প্রায় ৫ শতাংশ পর্যন্ত পড়ে যায়, যা বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বাড়তে থাকা সতর্কতার ইঙ্গিত দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পতন শুধুমাত্র একটি কোম্পানির সীমাবদ্ধ ঘটনা নয় বরং গোটা সৌর ও ক্লিন এনার্জি খাতে ছড়িয়ে পড়া অস্থিরতারই প্রতিফলন। গত কয়েক মাস ধরে ভারতের নবায়নযোগ্য শক্তি খাত জোরালো উত্থান দেখেছে। সরকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি লক্ষ্য, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং জলবায়ু-সম্পর্কিত তহবিল প্রবাহ এই খাতকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে ওয়ারি এনার্জি-এর মতো কোম্পানিগুলি দ্রুত বিনিয়োগকারীদের নজরে আসে। তবে সাম্প্রতিক পতন দেখাচ্ছে যে বাজার এখন কিছুটা সতর্ক হয়ে উঠেছে এবং অতিরিক্ত মূল্যায়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। বাজার বিশ্লেষকদের মতে, এই পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হল মুনাফা বুকিং। দীর্ঘদিনের র্যালির পর অনেক বিনিয়োগকারী লাভ তুলে নিচ্ছেন, যার ফলে শেয়ারের উপর চাপ তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে কাঁচামালের দামের অস্থিরতা-বিশেষত পলিসিলিকন এবং সৌর গ্লাসের মতো উৎপাদনের ক্ষেত্রে-সংস্থাগুলির মার্জিনের উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে এই উপকরণগুলির দামের ওঠানামা বাজারের প্রভাব ফেলেছে উৎপাদন খরচে। এছাড়াও, বিনিয়োগেকারীরা এখন নীতিগত

কারণে। তবে সাম্প্রতিক সংশোধন ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বিনিয়োগকারীরা এখন আগের তুলনায় বেশি বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা নিয়ে এগোচ্ছেন। ডালাল

করে বিনিয়োগ করতে বাধ্য করছে। যদিও দীর্ঘমেয়াদে সৌর শক্তির চাহিদা শক্তিশালী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, স্বল্পমেয়াদে আয়ের পূর্বাভাস পুনর্মূল্যায়ন



স্পষ্টতার দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন। সরকারের উপাদান-সংযুক্ত প্রগোদনা স্কিম এবং আসন্ন নবায়নযোগ্য শক্তি নিলাম সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলি আগামী কয়েক সপ্তাহসিকে সৌর সংস্থাগুলির আয় নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই বিষয়ে কোনও ধরনের অনিশ্চয়তা বাজারে দ্রুত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। ওয়ারি এনার্জি ভারতের অন্যতম বড় সৌর মডিউল নির্মাতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও তাদের উপস্থিতি ক্রমশ বাড়ছে। তালিকাভুক্তির পর থেকেই সংস্থাটি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করে, বিশেষত তাদের উপাদান ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি সম্ভাবনার

স্টিমটের ট্রেডারদের মতে, এই বিক্রি শুধুমাত্র ওয়ারি এনার্জি-এ সীমাবদ্ধ নয়। সৌর খাতের অন্যান্য শেয়ারেও একই ধরনের অস্থিরতা দেখা গেছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ নবায়নযোগ্য স্টক থেকে কিছুটা সরে এসে পোর্টফোলিও পুনর্গঠন করেছেন। এক মুম্বই-ভিত্তিক ব্রোকার বলেন, সৌর খাত এখন অনেকটাই মোমেন্টাম-চালিত। যখনই নীতিগত বা মার্জিন নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়, তখনই তীব্র সংশোধন দেখা যায়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও এই অস্থিরতায় ত্বকীরা রাখছে। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুদের হার বৃদ্ধি এবং চাহিদার অনিশ্চয়তা বিনিয়োগেকারীদের আরও বাছাই

করা হচ্ছে। তবুও, অধিকাংশ বিশ্লেষক ভারতের নবায়নযোগ্য শক্তি খাতের দীর্ঘমেয়াদি সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদী। সরকারের লক্ষ্য অনুযায়ী জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে বড় পরিসরে সবুজ শক্তি উৎপাদন বাড়ানো হবে। পাশাপাশি বড় কর্পোরে সংস্থাগুলির নেট-জিরো লক্ষ্যমাত্রা সৌর শক্তির চাহিদা বাড়াতে সাহায্য করবে। এই প্রেক্ষাপটে ওয়ারি এনার্জি-এর মতো সংস্থাগুলি ভবিষ্যতে বড় সুযোগ পেতে পারে। তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিচ্ছেন যে অস্থিরতা কিছুদিন বজায় থাকতে পারে। শক্তিশালী দীর্ঘমেয়াদি গল্প এবং স্বল্পমেয়াদি মূল্যায়নের বাস্তবতার মধ্যে সংঘাত থাকলে শেয়ারের দামে

অনিশ্চয়তার কারণে। দিনের শেষে, ওয়ারি এনার্জি ইন্সটাডে সর্বনিম্ন স্তর থেকে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ালেও শেয়ারটি নেতিবাচক এলাকাতেই থেকে যায়। এটি স্পষ্ট করে যে বাজারে এখনও অনিশ্চয়তা কাটেনি এবং বিনিয়োগকারীদের মনোভাব ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। সব মিলিয়ে, সৌর খাতে বর্তমান পরিস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় নির্দেশ করছে, যেখানে দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা অটুট থাকলেও স্বল্পমেয়াদে ঝুঁকি এবং অস্থিরতা বেড়েছে। বিনিয়োগকারীদের জন্য এটি সতর্ক থাকার সময়, যেখানে সঠিক মূল্যায়ন এবং দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ভোটার তালিকা সংশোধনে বিলম্বে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ সর্বোচ্চ আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৫ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-কে ঘিরে ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে উদ্ভূত বিতর্কের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করল ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। শুক্রবার, সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে ট্রাইবুনালে অভিযোগ নিষ্পত্তির বিলম্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলি কলকাতা হাইকোর্ট-এর প্রধান বিচারপতির কাছে উত্থাপন করা উচিত। এই নির্দেশনা কার্যত বিষয়টিকে রাজ্যের বিচারব্যবস্থার আওতায় স্থানান্তর করেছে। এই বিষয়টি সামনে আসে যখন প্রবীণ

আইনজীবী আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিতে চলছে। তিনি জানান, বিশেষ করে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়ার আওতায়,বহু নাগরিক তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ার বিরুদ্ধে আবেদন করে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন প্রক্রিয়ার আওতায়,বহু নাগরিক তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়ার বিরুদ্ধে আবেদন জমা পড়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ১৬৬টি মামলার

নিষ্পত্তি হয়েছে। এই পরিসংখ্যান আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বিষয়টির গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তোলে। ব্যানার্জি যুক্তি দেন, এই বিলম্বের ফলে বহু নাগরিক তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছেন না, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য উদ্বেগজনক। বিশেষ করে এই সাময়িক প্রকট হয়ে ওঠে প্রথম দফার ভোটিংপ্রহণের সময়, যেখানে ১৫২টি আসনে ভোট হয়েছিল। অভিযোগ উঠেছে, বহু ভোটার তাদের নাম তালিকায় না থাকায় ভোট দিতে পারেননি। তাদের অনেকের মালাইি এখনও ট্রাইবুনালে

বিচারামূলক, ফলে তারা নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে কার্যত বাদ পড়েছেন। এই স্তনানি হয় প্রধান বিচারপতি ক্ষ্মাগুরুত্ব গম্ভ্যত-এর বেঞ্চে। তিনি পর্যবেক্ষণ করেন যে এই ধরনের প্রশাসনিক ও প্রক্রিয়গত সমস্যাগুলি সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নজরে আনা উচিত, যিনি ট্রাইবুনালের কার্যক্রম তদারকি করার ক্ষমতা রাখেন। এই মন্তব্যের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টির সরাসরি হস্তক্ষেপ থেকে সরে এসে যথাযথ বিচারিক ফোরামের দিকে নির্দেশ দেয়। ভোটার তালিকার সঠিকতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ইতিমধ্যেই

রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে যে নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর নাম ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। যদিও সুপ্রিম কোর্ট এই অভিযোগগুলির মূল বিষয়ে শুক্রবার বিস্তারিত আলোচনা করেনি, তবে অভিযোগ নিষ্পত্তির বিলম্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সলিসিটর জেনারেল জ্ঞানেশ্ব ঙ্গপঞ্চঙ্গ আদালতকে জানান যে প্রথম দফার ভোটিংপ্রহণে প্রায় ৯২ শতাংশ ভোটার অংশগ্রহণ করেছেন।

